গয়া তীর্থ

শক্তিবাদ প্রবর্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রথম সংস্করণ - কলের্গতাব্দা ৫০৮১, ইং ১৯৮০

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

শক্তিশালী সমাজে গয়া তীর্থ ওঁ গদাধর হরি

পরলোকগতদের তৃপ্তির জন্য যে সব শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করা হয় সবই শ্রাদ্ধ নামে খ্যাত।

পিণ্ডদান মানে পরলোকগতের আত্মার প্রেতত্ত্ব খণ্ডন এবং সৎবংশে জন্মগ্রহণের আয়োজন ও অনুষ্ঠান। সন্ন্যাসী সংসারী চায় না এজন্য তাঁহার পিণ্ডদান নাই। সন্ন্যাসীর সংসারাসক্তি নাই এজন্য তাঁহাকে পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা নাই।

পিতৃপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হইতেছে তর্পণ। এবং পূর্ব পুরুষগণকে নিজের সংসারে জন্মগ্রহণ করাইবার অনুষ্ঠানের নাম পিণ্ডদান। তর্পণে সন্ন্যাসী, তপস্বী, দেবতা, গুরু, শক্তি, মহাশক্তি সকলকেই তুষ্ট করা যায়, তর্পণ এবং পিণ্ডদান আসল শ্রাদ্ধ। যাঁহারা শ্রাদ্ধকে খুব সংক্ষেপ এবং অর্থব্যয় হইতে মুক্ত রাখিতে চাহেন তাঁহারা এই দুইটা অধ্যায় সম্পন্ন করিলেই চলিবে। শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া পৌরোহিত্যবাদকে অত্যন্ত বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এবং শক্তিবাদকে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। শক্তিবাদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা দেওয়া প্রয়োজন।

মৃত্যুকালে কর্ত্তব্য॥ মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী, ইহা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া ওঁ বা ইষ্ট মন্ত্র স্মরণ ও ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যানে মন নিবদ্ধ করিবেন। নিকটস্থিত বন্ধু বান্ধব এবং অন্যান্য সকলে মিলিয়া উপাসনা করিবেন।

শবযাত্রা॥ শবযাত্রা কালে ''বল হরিঃ হরিঃ বোল বা হরি ওঁ'' বলিবে। (অর্থাৎ হরিঃই বল ও ভরসা, হরিঃই পরম ব্রহ্ম ওঁ কার)। শবযাত্রাকালে অনেকে বলে ''শ্রীরাম নাম সত্য হয়'' (অর্থাৎ ঈশ্বরের নামই সত্য এবং সংসার অসত্য)।

শ্মশান কার্য্য॥ চিতারোহনের পূর্ব্বে বেশ ভাল ভাবে পরিষ্কার ও স্নান করাইয়া দিবে। চন্দন লেপন করিবে এবং মালা পরাইয়া দিবে। অনেকের সূক্ষ্ম আত্মাটী শবদাহ হইবার পূর্ব পর্যন্ত শরীরের সঙ্গে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত অহং কেন্দ্রে সংযোগ রাখিয়া শবের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিতে চেষ্টা করেন। অনেক জীবাত্মা মৃত্যুর পরই চলিয়া যান। যাহা হউক মৃত শরীরকে সম্মান করিলে জীবাত্মাকেই সম্মান করা হয়। চিতারোহন এবং অগ্নিদান করিবার পরই উপাসনা করিবেন। শবদাহ হইয়া যাইবার পর চিতা নির্ব্বাণের পরও উপাসনা করিবেন।

অশৌচকালে কর্ত্তব্য॥ মৃত্যুর সময় হইতেই অশৌচকাল ধরা হয়। অশৌচকালের সর্ব্বোচ্চ সীমা ১০ দিন। অশৌচকাল সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর মুনির ইহাই নির্দেশ যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অশৌচকাল ১ রাত্রি, নিরগ্নি ব্রাহ্মণের অশৌচকাল ২ রাত্রি এবং ইহা ভিন্ন অন্যান্য সকলের জন্য অশৌচকাল ১০ দিন। ভারতের সব প্রান্তের অশৌচকাল একরূপ নহে। কোন কোন প্রান্তে অশৌচকাল লইয়া একটা যুক্তিহীন বাড়া-বাড়ি দেখা যায়। দশ দিনের ১০টী পিণ্ড দানের পর প্রেতত্ব খণ্ডন হয়। যখন জীবাত্মার প্রেতত্ব রহিল না, তখন আবার অশৌচ কি জন্য? পরলোক গত জীবাত্মার আত্মীয়ের উপর ও পার্থিব স্থূল

সম্পদের উপর আকর্ষণকে কেন্দ্র করিয়া অস্বাভাবিক মোহ ও বন্ধনই প্রেতত্ব। কেহ যদি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শোক করিতে চাহেন তো শোকের অভাব থাকিবে না। কিন্তু জ্ঞানের অনুশীলন ও সমাজের পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া শোক ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

সুবিধা থাকিলে অশৌচকালে নিত্য বা কয়েকদিন বন্ধু বান্ধবসহ উপনিষদ পাঠ করা কর্ত্তব্য। এবং যোগী, দেবতা ও ঋষিগণের স্মরণ করা প্রয়োজন। আমাদের সমাজ জীবনের এই তিনটি ধারা অত্যন্ত পবিত্র ও অসুরবাদ বিরোধী ও শক্তিশালী। ইহারা আমাদের সমাজ জীবনকে যে কতভাবে শক্তিমান ও মহান করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। মানুষ মরে কিন্তু সমাজ মরে না। মানুষ মরে কিন্তু আত্মা মরে না। অসুর সমাজকে সর্বতোভাবে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিশালী হইয়া গঠিত হইতে হইবে। শ্রাদ্ধ বিধানের মূল লক্ষ্য সমাজ জীবনের শক্তিমানতা।

অশৌচকালে পুত্রগণ বা খুব নিকটস্থ আত্মীয়গণ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন ও ব্রহ্মচর্য্য নিয়মে জীবন যাপন করেন। তাঁহারা নিত্য স্নানকালে নিম্নলিখিত ৫টী শুদ্ধি মন্ত্র পাঠ করিবেন এবং উহাদের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। আমরা এই মন্ত্র পাঁচটীকে শুদ্ধি পঞ্চক নাম দিলাম। শ্রাদ্ধ কার্য্যে এই পাঁচটী মন্ত্র অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে বার বার প্রয়োগ হইয়াছে।

শ্রাদ্ধে শুদ্ধি মন্ত্র॥ মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড এবং শিবপিণ্ড হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মনাড়ী হইতেছেন আত্মা এবং সমস্ত পিতৃ, দেবতা, ঋষি, গুরু, মহাপুরুষ, সগুণ ব্রহ্ম, সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, মন্ত্র, শক্তি, মহাশক্তি ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের কেন্দ্র। সমস্ত প্রকার উপাসনা কালে এবং পিতৃ উপাসনার সময় ব্রহ্মনাড়ীর স্মরণ করিবেন।

শুচি মন্ত্র॥ (১) ওঁ অপবিত্রো পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

পবিত্র বা অপবিত্র একজন লোক যে কোন অবস্থায় স্থিত থাকুন তিনি যদি ''পুণ্ডরীকাক্ষ'' (ব্যাপক অক্ষি-ময় বিষ্ণু) স্মরণ করেন তাহা হইলে তাঁহার বাহ্য এবং অন্তর পবিত্র জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য॥ বিষ্ণু স্মরণকারী মাত্রই শুদ্ধ। এখানে ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালের প্রশ্ন নাই। ভারত বা অভারতেরও প্রশ্ন নাই। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ত্রিপুণ্ডক বিভূতি বা তিলক ধারণ করিবে। যথা - উভয় হস্তের অনামিকা মধ্যমা ও তর্জ্জনীতে চন্দন লইবে।

প্রথমে ডান হস্তের অঙ্গুলী তিনটির দ্বারা সম্পূর্ণ কপালে প্রথমে বাম দিক হইতে দক্ষিণে ত্রিপুণ্ডক টানিবে। ঐ রেখা তিনটীর উপরে বাম হস্তের অঙ্গুলী তিনটি দ্বারা ডানদিক হইতে বামদিক পর্য্যন্ত টানিবে। একই রেখায় তিলক টানিতে হয়। (অনেকে যজ্ঞের বিভূতি সংগ্রহ করিয়া উহাতে শীতল সুগন্ধ বা চন্দন মিশ্রিত করিয়া একটি কৌটায় সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং নিত্য উপাসনা কালে উহা দ্বারা তিলক ধারণ করে।) ত্রিপুণ্ডক ধারণে মস্তিষ্ক শীতল থাকে, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং পূজা ধ্যানাদিতে মনে শান্তি প্রাপ্তির সহায়ক হয়। কাশী বিশ্বনাথ শিবে নিত্য বহুমূল্য সুগন্ধিযুক্ত বিভূতি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যজ্ঞের ছাই সংগ্রহ করিয়া উহা দুগ্ধে মিলাইয়া ঢেলা প্রস্তুত

করিতে হয় এবং ঘুটের অগ্নিতে সেই ঢেলাটি পোড়াইয়া লইলে উহা অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণের বিভূতি হয়। উহাতে চন্দন আদি উচ্চস্তরের গন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লওয়া যায়। আমাদের মতে শ্বেত চন্দনের বিভূতি ব্যবহারই সুবিধা জনক। কপালের বিভূতি রেখা তিনটি, বাম ও ডান দিকটা একটু ঊর্দ্ধমুখী (চন্দ্রকলার মত) হইবে। এইভাবে ডান ও বাম হস্তের অঙ্গুলী তিনটীতে আবার চন্দন লইবে এবং ঘাড়ের ডান ও বামে রেখা টানিবে। আবার চন্দন লইয়া ডান ও বাম বাহুমূলে রেখা টানিবে। বাহু মূলের রেখা টানিবার পর দুই বাহুতে রেখা টানিবে। হস্ত দুইখানা ভাঁজ করিয়া বুকের দিকে আনিয়া দুই কনুইয়ের উপরে বিভূতি টানিবে। কনুই এই উপর বিভূতি টানিবার পর ডান ও বাম হস্তের কবজি ও কনুই এর মধ্য স্থানে এবং পরে ডান বাম পার্শ্বে বিভূতি টানিবে। ইহার পর বক্ষ ও নাভিতে বিভূতি টানিতে হইবে। কপালের বিভূতির মত বক্ষ ও নাভির বিভূতি বাম ও ডান হাতের অঙ্গুলী দ্বারা আরও একবার টানিতে হইবে। যাহারা গোপনে বিভূতি টানিতে চায় তাহার সুগন্ধ যুক্ত জলে বিভূতি টানিতে পারিবে। এইভাবে বিভূতিতে শবকেও চন্দন লাগাইয়া চিতায় তুলিতে হয়।

অন্তরে যাঁহার ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান এবং দৈবীসম্পদ এবং শরীরে যাঁহার ত্রিপুণ্ডক তাঁহার আবার অশুদ্ধি কোথায়? সমস্ত প্রকার অশুদ্ধির মূল হইতেছে অহংকার, অসুরভাব এবং অপুষ্ট চরিত্র লক্ষণ (ক্রম বিকাশ ও শক্তিশালী সমাজ দ্রষ্টব্য)। এসব অসুর ভাবে মত্ত ও সমাজের শত্রুগণের মনে শান্তি নাই। ইহাদের সঙ্গে ব্যবহারও বিপজ্জনক। ইহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা যে, গান্ধিবাদী মূর্খগণ মক্কাবাদ মস্কোবাদ ও মাওবাদ এর পদতলে ভারতকে ঠেলিয়া দিয়াছে। পিতৃ কার্য্য শুদ্ধ শরীরে ও শুদ্ধ মনেই করিতে হয়।

(২) বিষ্ণু স্মরণ ও আচমন॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ।

তৎ মানে ঈশ্বর নামক বিষ্ণুর পরম পদকে দেবতারা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করেন, সেই জ্যোতি দীপের প্রকাশমান এবং ব্যাপক, স্থূল বিশ্ব বিষ্ণু স্বরূপ, মনোজগৎ বা দৈব জগৎ বিষ্ণু স্বরূপ ও জ্ঞান জগৎ বিষ্ণু স্বরূপ।

শক্তিবাদ ভাষ্য॥ এই রূপ ব্রহ্ম দর্শনই আন্তর শুদ্ধি ও আচমন। আজকাল হিন্দুদের মধ্যে একদল মূর্খ নেতার উদ্ভব হইয়াছে যাহারা শুধু হিন্দু ধর্মেরই বিরোধী এবং নিন্দা পরায়ণ। ইহারা যে সমাজের ভয়ঙ্কর অহিত কারী অসুর ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক দেবত্ব অনুসরণ করাই উপাসনা কার্য্যে প্রবেশের একমাত্র পথ এবং ইহাই আচমন।

(৩) তীর্থ স্মরণ॥ ওঁ কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করানী চ। পুণ্যা ন্যেতানি তীর্থানি শ্রাদ্ধ কালে ভবন্তীহ॥

কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস এবং পুষ্কর তীর্থ সকল, শ্রাদ্ধকালে এখানে সমীপবর্তী হউন।

শক্তিবাদ ভাষ্য॥ কুরুক্ষেত্র ভারতের একটি প্রধান তীর্থ। ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র এবং অসুর নাশক কর্ম্মক্ষেত্র। রাজা যুধিষ্ঠির দুর্ব্বলবাদ গ্রহণ করিয়া অসুরবাদী দুর্যোধনকে সর্ব্বপ্রকারে শক্তিশালী হইবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। ইহার পরিণতিতে বীরক্ষয়

কারী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পরও অর্জ্জুনের মনে দুর্ব্বলবাদ জাগ্রত হয়। তিনি যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন। দুর্ব্বল নীতি ও অসুরবাদ যে বেদ ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম এবং অধ্যাত্ম ধর্ম্ম প্রতিকূল ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন। গীতা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শ্রাদ্ধকালে গীতা ও উপনিষদ এবং বিরাট গ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থা আছে। গীতা একাধারে অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠাতা মহান শক্তিবাদ গ্রন্থ। যতুগৃহ দাহের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজের দুর্ব্বলবাদের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি অজ্ঞাত বাসে বিরাট রাজার বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। যুধিষ্ঠিরের এই আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা মূলক আশ্রয়কে আর সত্যবাদিতার সম পর্যায়ে ফেলা যায় না। দুর্ব্বল বাদে আচ্ছন্ন যুধিষ্ঠির আজ সর্ব্বতোভাবে অসহায় অবস্থায় স্থিত হইয়াছেন। এই অজ্ঞাতবাস অধ্যায় হইতেই যুধিষ্ঠির শক্তিবাদের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অসুরবাদের ভয়ঙ্কর দুর্গে যুধিষ্ঠির বন্দী হইয়াছেন। তাঁহাকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞাত অবস্থায় প্রস্তুত হইতে হইবে। শ্রাদ্ধ ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে বিরাট পাঠ অধ্যায় ইহাই শিক্ষা দেয় যে দুর্ব্বলবাদের পরিণতি অতীব ভয়ঙ্কর। ইহাতে সত্যরক্ষা অসম্ভব। পাণ্ডবগণ সর্ব্বতোভাবে অসত্যের আশ্রয় লইয়া বিরাট রাজার রাজ্যে আত্মরক্ষা করেন এবং শক্তিবাদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। বেদ চণ্ডী ও গীতার মত ধর্ম্মগ্রন্থ যাঁহাদের ধর্ম্ম, সেই হিন্দুজাতি আজ ৭০০ বৎসর ম্লেচ্ছ ও যবনের পদানত কেন? কোন গ্রামে শ্রাদ্ধ হয় না, বলুন? তবে হিন্দুজাতে গান্ধী বাদীয় ক্লীবতা আসিল কেন? দেশ ভাগ হইল তো মক্কাবাদীদের বহিষ্কার কেন করা হইল না? যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের একটী গ্রামও যবন শাসিত থাকিবে ততদিন ভারত নিশ্চয়ই পরাধীন জানিবে। কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভৃতি সভ্যতার দ্বারা ভারতের প্রতিটি গ্রাম প্লাবিত হইবে। অবৈদিক বাদ সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মূল করিতে হইবে। কোঅপারেসন, কোএক্‌জিস্টেন্স, কো-অর্ডিনেসন, সেকুলারিজম্ সব মূর্খের উক্তি, ভুলিয়া যাও। বল, অসুরবাদ নির্ম্মূল হইবে। ভারতের সভ্যতার শত্রুগণকে শিক্ষা দীক্ষা প্রচার এবং প্রয়োজন হইলে অস্ত্রধারণ করিয়া নির্ম্মূল করিতে হইবে।

"বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম্মস্থাপনার্থায়" গীতার ইহাই মর্ম্মকথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস সব হিন্দু ধর্ম্মেই ঐ এক নীতি। এবং ইহাই কুরুক্ষেত্র নীতি। এই নীতিতে প্রতিটি গ্রাম প্লাবিত করিতে হইবে। এজন্য প্রয়োজন হইলে যুধিষ্ঠিরের মত একবৎসর কাল গোপনেই প্রস্তুত হইতে হইবে। গান্ধীবাদী মূর্খদের মূর্খতায় আজ ভারত যুধিষ্ঠিরের মতই চারিদিকে বিপদে ঘেরিয়া গিয়াছে। মক্কাবাদ, মস্কোবাদ, মার্কসবাদ দ্বারা খণ্ডিত ভারত আজ চরম দুর্দ্দশার সম্মুখীন, যদি ভারতে পিতৃশ্রাদ্ধ থাকে তবে শক্তিবাদও থাকিবে। অসুরবাদকে নির্ম্মূল করিবার জন্য জীবনপাত করিলে হিন্দুর কোনই ক্ষয় নাই। যাঁহারা জীবন পাত করিবেন, তাঁহারা আবার ভারতেই জন্ম লইবেন এবং বেদবাদ প্রতিষ্ঠার শেষ কৃত্যটুকু এখানেই করিবেন। অথবা পৃথিবীর নানাদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সব দেশে শক্তিবাদ সংস্থাপনে সহায়ক হইবেন। দুর্ব্বলবাদ তোমার ধর্ম্ম নহে, অসুরবাদ সহ্য করাও তোমার ধর্ম্ম নহে। ইহাই শ্রাদ্ধ কার্যে কুরুক্ষেত্র আবাহন।

গয়াতীর্থ॥ শ্রাদ্ধে গয়া তীর্থকে আবাহন করা হইয়াছে। গয়াতে বিষ্ণু কর্তৃক গয়াসুর নিধন হইয়াছিল। যেস্থানে গয়াসুরের নিধন হইয়াছিল সেই স্থানের নাম প্রেতশীলা। সেই খানেই বিষ্ণুর মন্দির অবস্থিত।

শক্তিবাদের মতে মানুষকে মনস্তত্ত্বের বিচারে কয়েক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে (দ্রষ্টব্য শক্তিশালী সমাজ প্রথম ভাগ)। (১) নিম্ন শিব ৪।০ কলার বিকাশ, কর্ম্ম জগতে ইহারা মজুর মুটে প্রভৃতি কায়কর্ম্মীর স্তর। ইহারা প্রেত উপাসনায় বেশী বিশ্বাসী। (২) গণেশ স্তরের বিকাশ। কর্ম্ম জগতে ইহারা বুদ্ধি বাদীয় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। বিচার ও বিবেকবাদী ও নাস্তিক প্রকৃতির। ইঞ্জিনায়ার, ওভারসিয়ার, বিচারক প্রভৃতিতে এ স্তর বেশ পুষ্ট। এ স্তর হইতে কম্যুনিজম আসিয়াছে। ইহারা মজুর স্তরের উন্নতি চায়, সেটা ভাল কথা। কিন্তু ইহাদের বুঝা প্রয়োজন ৪।০ কলার মানুষ চিরদিন ৪।০ স্তরে থাকিবে না। সে গণেশ ও সূর্য স্তরেও যাইবে। তখন তোমাদের নেতারা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওদের মধ্যে উন্নতদেরও মাথা কাটিবে। তোমরাও চিরদিন গণেশ থাকিবে না। বিকাশ উন্নতির দিকে যাইবেই। রাজ্য শাসন ৭ম কলার কম বিকাশে হয় না। কিন্তু আমার সমস্ত জীবনে ভারতের একজন কম্যুনিষ্টকেও বিষ্ণু স্তরে আসিতে দেখি নাই। ষ্ট্যালিন, মাউসেতুং কি গণেশ? এরা কিন্তু বিষ্ণু, এরা আসুরিক বিষ্ণু। এদের হাতে ট্রসকির মুণ্ডও চুরমার হইয়াছে। সব হীন স্তরের মতবাদকে টানিয়া আনিয়া একদিন মূর্খ নেতারা ভারতের কোণে কোণে দুর্নীতির বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন। গয়া তীর্থ মানেই অসুরবধ কেন্দ্রে পিণ্ডদান। পিণ্ড দেওয়ার অর্থই প্রেতত্ব খণ্ডিত করিয়া আবার জন্ম গ্রহণের পথ শক্তিবাদের নীতিতে করিয়া দেওয়া। জীবিত কালে কেহই স্বর্গে যাইতে চায় না। আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়াছি, সংসার ছাড়িয়া কেহই স্বর্গ চায় না। মানুষ সংসারই চায়, সুখের সংসার চায়। কিন্তু মৃত্যু আসিবেই আসিবে। তখন মৃত্যুর পর স্বর্গে পাঠাইবার কথা আপনজনেরা নিশ্চয়ই ভাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবিত কালে স্বর্গের চিন্তা একদিনও করেন নাই মৃত্যুর পর তাহাকে স্বর্গে পাঠাইবার জন্য ব্রাহ্মণকে তিল কাঞ্চন দানে বা ছয় দান ষোড়শ দানের কথা সত্যই বিস্ময়কর নয় কি? আমরা বলি, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সমন্বিত সমাজ গঠন কর। যতদিন সেই সমাজে থাকিবে ততদিন সুখেই থাকিবে। মৃত্যুর পর আবার সেই সমাজেই জন্ম লইবে। স্বর্গ কি পৃথিবীর মত কোন জগৎ? আমরা বলি - না। স্বর্গ মনোভূমির একটা স্তর। সেখানে মাটি নির্মিত জগতের কোন প্রয়োজন হয় না। মৃতের স্থূল শরীর নাই। আকাশেও স্পেশের কোন অভাবই হয় না। ষ্ট্যালিন আসুরিক বিষ্ণু, গণেশ বা কম্যুনিষ্টদের জন্য গিলোটীনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাও সে তুং ''কালচার রিভলিউসনের'' নাম করিয়া বিপক্ষ বাদী গণেশ গণের প্রাণ লইয়া ছিলেন। ভারতের গোবর মার্কা গণেশ বা কম্যুনিষ্টদের বুদ্ধির ঘটে এখনও ঐ বুদ্ধিটুকুও জমা হয় নাই। রাজ্য হাতে আসিবার পর কোনও কম্যুনিষ্টই আর কম্যুনিষ্ট থাকে না। তাহারা আসুরিক বিষ্ণুর নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। (৩) সূর্য্য স্তরের বিকাশ। ইহা শিক্ষা ও প্রচার বিভাগ। অধ্যাপক, গণৎকার, আর্টিষ্ট, গায়ক, কেরানী প্রভৃতি এ স্তরের কর্মবিভাগ। এরা প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসবাদী। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই প্রেম বাদের চক্করে পড়িয়াই ভারতের সর্ব্বনাশ, ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ডাকিয়া আনিয়া ছিলেন। সূর্য স্তরের বুদ্ধিতে রাজনীতি চলে না। গান্ধী বাবার মূর্খ শিষ্যগণ এইরূপ

বিশ্বপ্রেমের ভাঁওতায় পড়িয়াই ভারতভাগ করেন, ভারতের শত্রু মক্কাবাদ তোষণ পোষণ, অসুরবাদী চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল, সেকুলারিজম এবং হিন্দুদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মস্কোবাদকে টানিয়া আনিয়াছেন। হিন্দুর দেশ তীব্বতের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ৩৩ বৎসরে ভারতের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, উহার তুলনা নাই। গণেশ স্তরে যেমন রাজনীতি চলে না সূর্য্যস্তরেও রাজনীতি অচল। কাজেই গান্ধী বাবার মূর্খের দলকে সংশোধনের কোনই দল হয় নাই। এরা ধর্মকে মানে এবং সূর্যস্তরের ঢুলু ঢুলু মহা মানবদের পদ লেহনের ধর্মে কর্মে সমাজকে আরও ধ্বংসের আদর্শ দেখাইতে অগ্রসর হয়। সূর্য স্তরের সবচেয়ে বড় দোষ, এরা অসুর বাদের দাসত্বকে বিশেষ বাহাদুরীর কার্য মনে করে। সূর্যবাদ এবং গণেশ বাদ এবং মক্কাবাদীদের অসুরবাদ বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশার জন্য সর্ব্বতো ভাবে দায়ী। সূর্য স্তরে ৬ কলার বিকাশ। (৪) বিষ্ণু স্তরের বিকাশকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। (ক) দৈবী বিষ্ণু, (খ) আসুরিক বিষ্ণু এবং (গ) অপুষ্ট বিষ্ণু। যে দৈবী বিষ্ণু তাঁহার নীতি হইতেছে শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা, তিনি শক্তিবাদের প্রচার এবং অসুরবাদের দোষ ত্রুটী দেখাইবেন। ইহাই বিষ্ণুর শঙ্খ, তিনি অপুষ্ট ও অসুরের দলকে বাদ দিয়া শক্তিশালী সংগঠন দাঁড় করাইবেন। ইহাই বিষ্ণু চক্র। সুযোগ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষ্ণুসমাজ গদা ধারণ করিবেন, ''বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্''। ইহার পরই সমাজে প্রকৃত শান্তি আসিবে। ইহাই বিষ্ণুর পদ্ম। সমাজে বিষ্ণু স্তরের নেতার সংখ্যা অত্যন্ত কম। হিন্দু সমাজ এই বিষ্ণু ভগবানের দিকে মুখ ফিরাও, বিষ্ণুর দিকে চিন্তাশক্তি নিয়োজিত কর। মনে প্রাণে বল ''অবনত ভারত চাহে তোমারে এসো সুদর্শন ধারী মুরারী''। আবার বল ''প্রপীড়িত ভারত চাহে তোমারে এসো সুদর্শন ধারী মুরারী''। আবার বল ''খণ্ডিত ভারত চাহে তোমারে এসো সুদর্শন ধারী মুরারী''। বল গান্ধীবাদ মহাপাপ ভারত ভাগ অপরাধ। এসো, ভয়ঙ্কর অপরাধীদের সঙ্গে সহ অবস্থান চলে না। এদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সমাজ কল্যাণ অসম্ভব। ধর্ম অসম্ভব। বল ''বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্''। (গীতা)॥ অপুষ্ট বিষ্ণু কোনই বিকাশের স্তর নহে। গান্ধী বাবার দুর্ব্বলবাদী শিষ্যগণ হাতে রাজ্য পাইয়া সকলে অপুষ্ট চরিত্র আয়ত্ত করিয়াছেন। অসুরবাদী মস্কো, পিকিং এবং পাকিস্থানী অসুরবাদীয় নেতাদের ভারতে ব্যাপক গুণ্ডাবাদ অতিদ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ৮ম কলার বিকাশে যোগী ঋষি ও তপস্বীর স্তর। ভারতের রাজাগণ এদেরই পরামর্শ লইয়া শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন।

ভারতে পঞ্চায়েত শাসনও ছিল। নিম্ন শিব, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, উন্নত শিব ও শক্তি স্তরের দৈবী ভাবাপন্ন মহান কর্ম্মীদের লইয়া পঞ্চায়েৎ গঠন হইয়া পঞ্চায়েৎ রাষ্ট্র পরিচালিত হইত সে সব কথার বিস্তারিত আলোচনা আমরা অন্যান্য শক্তিবাদ গ্রন্থে বলিয়াছি। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে বা যে কোন শাস্ত্র বিধিযুক্ত মন্দিরে প্রবেশ কর সেখানে কেন্দ্রীয় মূল দেবতার মূর্ত্তির সঙ্গে পঞ্চায়েৎ মূর্ত্তিও দেখিতে পাইবে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি মন্দিরে পঞ্চায়েৎ মূর্তি দেখিতে পাইবে। রুশিয়ার গণেশ স্তরের (কম্যুনিজম) শাসনে সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিস্তরের অপমানের সীমা নাই। ভারতের সূর্য্য স্তরের গান্ধীবাদ শাসনে হিন্দী ভাষা উচ্চ হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা অপবিত্র হইয়াছে এবং ভারত ভাগকারী মক্কাবাদী বর্ব্বরদের প্রতিষ্ঠা উচ্চ করা হইয়াছে

এবং প্রতি পদে হিন্দু ধর্ম্মকে অপমান করা হইয়াছে। পাঠক শক্তিশালী সমাজ পাঠ করুন। শ্রাদ্ধে ''গয়া গঙ্গা গদাধর হরিঃ'' স্মরণ অকাট্য অনুষ্ঠান, গদাধর নারায়ণ ও গদা ঘাতে অসুর নিধন নীতি যদি অনুসরণ না করা হয়, তবে শ্রাদ্ধ কিসের জন্য? ৮ কলার পরামর্শ হীন শাসনে দুর্ব্বল ও অসুরবাদের ঘুণ লাগিতে বেশীক্ষণ লাগে না। ৯ম ১০ম ১১শ ১২শ ১৩শ ১৪শ অবতার কলা। অবতারগণ সকলেই শক্তিবাদী এবং অসুরনাশক। অসুরবাদে তৈলমর্দ্দনকারীকে অবতার মনে করা পাপ এবং সমাজে পাপের প্রশ্রয়। গয়া তীর্থ, বিষ্ণু ভগবান এবং ঋষিগণের কথার সঙ্গে শক্তিবাদ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। গয়া তীর্থ আবাহনের ইহাই মর্ম্মকথা। পঞ্চায়েৎ শাসন, পঞ্চায়েৎ ধর্ম্ম বিষয়ে বিশদ কথা শক্তিশালী সমাজ গ্রন্থে দেখুন। বিষ্ণু স্তরের নিম্ন স্তরের ভিত্তিতে শাসন চলিতেই পারে না। এজন্য শ্রাদ্ধ ধর্ম্মে ''গয়া গঙ্গা এবং গদাধর হরিঃ'' মন্ত্রের প্রয়োগ ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান। গয়া তীর্থের কথা এখন এ পর্য্যন্তই রহিল।

গঙ্গা॥ গঙ্গা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। ইহার জল সর্ব্বরোগ নাশক এবং জ্ঞান বর্দ্ধক। মা গঙ্গা ভারতের সব প্রান্তের শ্রেষ্ঠ অন্নদাত্রী জগজ্জননী। মানস সরোবর হইতে যে তিনটি প্রধান নদী নির্গত হইয়াছে উহাদের নাম গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু। ইহাদের মধ্যে মা গঙ্গা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত পুরাণ শাস্ত্রে গঙ্গার বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইহার প্রতিটি ইঞ্চি অন্ন ও খাদ্য দান করিয়া আমাদিগকে পালন করিতেছে। গঙ্গোত্তরীতে মহাদেব শিব কিভবে এই বিশাল গঙ্গা প্রবাহ নিজের মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সাগর সঙ্গমে কি ভাবে সাগর সন্তানগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন উহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। মহারাজ সাগরের সন্তানগণ নাস্তিকতা ও ধর্ম বিদ্বেষে মত্ত হইয়া মহর্ষি কপিলকে অপমান, মিথ্যা নিন্দা ও অশান্তি দান করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে কোপানলে সাগর সন্তানগণ ভস্মিভূত হন। মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাধারা আনয়ন করিয়া পূর্ব্ব বংশধরগণকে উদ্ধার করেন। মা গঙ্গা অনন্ত তীর্থের আশ্রয় স্থল এবং লক্ষ লক্ষ যোগী ঋষির তপঃতীর্থ। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ গঙ্গা মায়ের তপঃতীর্থে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের জ্ঞান কর্ম্মশক্তি ও স্নেহদানে আমাদিগকে এবং ভারতকে সঞ্জীবিত করিবেন এ আশা হিন্দুমাত্রই করিয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে ভারত ভূমি কি স্বর্গরাজ্য হইতেও সুখের? উত্তরে আমরা বলিব নিশ্চয়ই শক্তিবাদী ভারত কল্পিত স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান। বাস্তবিক স্বর্গ বলিয়া কোন মল্লুক নাই। ভারতই স্বর্গ। মৃত্যুর পর জীবাত্মারা নিজ নিজ সুকর্ম্ম ফলে সুখস্থানে অবস্থান করেন। সে সব সুখ স্থান সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তিস্তর মাত্র। সেইগুলি আমাদের মনোবিকাশেরই স্তর। মহাশূন্য আকাশে সেই সব স্তরের মত স্থান থাকিতে পারে। কিন্তু সেখান হইতে পৃথিবীতে ঋষিকুলে বা সম্মানিত ও সচ্ছল পরিবেশে জন্ম লওয়াই ঠিক ঠিক স্বর্গ ভোগ। যে মানুষ আবাল্য ধর্ম্ম করে, সাধনা করে, যোগ করে ও তপস্যা করে এবং উপার্জ্জন ক্ষমতা আয়ত্ত করে ও স্বাস্থ্য ভাল রাখে ইহাও স্বর্গবাস। বৃদ্ধ বয়সে তুমি যতই সুখে থাক না কেন সেটা সুখ নহে, তুমি মৃত্যুর পর আবার নতুন শরীর ধারণ করিয়া সুখের দেশে ও সুখের মধ্যে ফিরিয়া এসো। বার বার এভাবে এসো যতক্ষণ আত্মজ্ঞান পূর্ণভাবে লাভ কর নাই ততক্ষণ এসো, ইহা কোন অস্বর্গ নিবাস নহে। পিতা মাতার সীমা হীন স্নেহ এবং সন্তানগণের উচ্চ

প্রতিষ্ঠা, ভক্তি, কর্ম্মক্ষমতা, বীরত্ব ও সচ্ছলতার মধ্যে কে না থাকিতে চায়? আমি বলি, ইহাই বাস্তব স্বর্গ।

জন্ম ও মৃত্যুদ্বারা স্বর্গবাসের এই প্রাকৃতিক পরিকল্পনা খর্ব্ব হয় না। বরং পুণ্য প্রতিভা থাকিলে ভাল কুলে জন্ম হেতু স্বর্গবাস এই পৃথিবীতেই সম্ভব। ব্রহ্মচর্য্য ভিত্তিময় সুন্দর স্বাস্থ্য, অন্ন বস্ত্র, গৃহের ও ধর্ম্মের সচ্ছলতা এবং আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞাননিষ্ঠা নিশ্চয়ই সুখ স্বর্গ জীবন। মা গঙ্গা উহা দিয়াই চলিয়াছেন। শ্রাদ্ধে এই জন্যই মা গঙ্গার আহ্বান। মানস সরোবর হইতে সাগর সঙ্গম ভ্রমণ করিয়া এসো, মা গঙ্গা যে সত্যই স্বর্গলোককে ধারণ করিয়া আছেন, তাহা বুঝিতে পারিবে। মৃত্যুর পর পুনঃ জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত মানবাত্মা সূর্য্য, বিষ্ণু এবং শক্তি স্তরের কোন কোন স্থানে অবস্থান করেন সেও স্বর্গের বিভিন্ন স্তর, এসব স্তর গুলিই শক্তিপূজা মন্ত্রে ভূতপূজা অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

প্রভাস॥ যদুবংশী গণ অসুর বাদে মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে একজনকে কন্যা সাজাইয়া তাহার পেটে একটী বাটী বাঁধিয়া দেন এবং মুনির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই কন্যার গর্ভে ছেলে কি মেয়ে আছে? বার বার এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনি একটু বিস্মিত হন এবং বিরক্তির সহিত বলিলেন, ইহার গর্ভে যাহা আছে তাহাতে যদুবংশ ধ্বংস হইবে। বাটী খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে একটি লোহার মুষল রহিয়াছে। এই কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানানো হইলে তিনি বলিলেন "মুনির কথা মিথ্যা হইবে না, তোমরা এই মুষল লইয়া প্রভাস তীর্থে যাও ও সমুদ্র জলে মুষল ঘষিয়া ক্ষয় কর।" যদু বংশীয়রা তাহাই করিলেন। সেই স্থানে কিছু দিনের মধ্যে এক গভীর শরবন উৎপন্ন হইল। যদু বংশীয় গণ সেখানে বনের ধারে পিকনিক করিতে গেলেন এবং কথা কাটা কাটি করিয়া মারামারি আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কোনই অস্ত্র ছিল না। শরগাছ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার বলেই ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা যে সেই শরের আঘাত যাঁহারই গায়ে লাগিল তিনিই মরণ বরণ করিলেন। এ ভাবে যদু বংশ ধ্বংস হইল। বৃক্ষের ডালে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই ভয়ঙ্কর ধ্বংস লীলা দেখিতে ছিলেন। মুষল ঘর্ষণকালে যে সামান্য লৌহ অংশ অবশিষ্ট ছিল উহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দৈবাৎ সেই লৌহখণ্ড এক ব্যাধের হাতে আসিয়া যায়। ব্যাধ উহার দ্বারা বাণ প্রস্তুত করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পা খানিকে ব্যাধ পাখী মনে করিয়া উহাতে বাণ ছাড়িল। শ্রীকৃষ্ণ বাণবিদ্ধ হইয়া ভূমিতে নামিলেন। অসুরে অসুরে ঝগড়া করিয়া যদু বংশ ধ্বংস হইল। শ্রীকৃষ্ণ যদিও অসুরবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন শক্তিবাদী; কিন্তু যদু বংশীয় বলিয়া তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছিল। আজ ভারতবর্ষে যতগুলি রাজনৈতিক দল, সকলেই প্রায় কম্যুনিষ্ট ও মুসলমান নীতির সমর্থক। কেহ ষোল আনা কেহ চার আনা এই মাত্র ভেদ। ইহা স্পষ্টতঃ সর্ব্বনাশের পথ। ভারত ভাগের পর মুসলমানদের ভারতে প্রবেশ করিতে বা অবস্থান করিতে দেওয়া নিশ্চয়ই পাপ কার্য।

হিন্দু ধর্ম্মের শত্রুদের নিকট পূজা-উৎসব সাধন-তপস্যা ও তপস্বী মাত্রই হাস্যাস্পদ। আজ মূর্খদের দ্বারা জাতীয় মৃত্যুর ক্ষেত্র প্রভাস সমস্ত ভারতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রভাসের শিক্ষা অসুরবাদের পরিণতি এবং মুনি ঋষিকে বিনা কারণে ব্যস্ত না করা।

অলৌকিক শক্তি দেখাইবার জন্য আমাকে যে কত লোক চাপ দেয়, তাহার সীমা নাই। আমি কিন্তু শক্তিবাদ নীতি ভিন্ন কিছুই চাই না। অসুরবাদ অনুসরণ এবং মুনি ঋষির বিরক্তি উৎপাদন করিয়া লাভ নাই, ইহাই প্রভাসের শিক্ষা।

পুষ্কর তীর্থ॥ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিবেন মনস্থ করিলেন। তিনি বিষ্ণুকে স্থান নির্ণয় করিতে অনুরোধ করিলেন। বিষ্ণু পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। বিষ্ণুর নির্দ্দেশ মত সেই স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞ হইতেছে অসুর নিধন ও দৈবীভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য, ইহাই বৈদিক ধর্ম্ম। কাজেই ইহা হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান। ব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী দেবী আসিতেছেন না। সাবিত্রী দেবী পাহাড়ের উপরেই আছেন। পূর্ণাহুতির সময় তিনি সঙ্গে থাকিবেন। সাবিত্রী দেবীর আগমনের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা এক গোয়ালিনী কন্যাকে গায়ত্রী নাম দান করিয়া তাঁহার সাহচর্য্যে পূর্ণাহুতি দিলেন। গোয়ালিনী কন্যাকে এক গাভী লেহন করিয়া শুদ্ধ করিল এবং ব্রহ্মার প্রদত্ত নাম তিনি ধারণ করিলেন। এইভাবে যথা সময় পূর্ণাহুতি হইবার পর সাবিত্রী দেবী পাহাড় হইতে নামিলেন এবং গায়ত্রী সহ পূর্ণাহুতি হইয়াছে জানিয়া রুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মা যেহেতু গায়ত্রী সহ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দান করিলেন এজন্য সাবিত্রী দেবী শাপ দিলেন। আমাদের মতে শাপ দেওয়া ঠিক হয় নাই। যজ্ঞের লক্ষ্য অসুর নাশের জন্য সমাজে প্রেরণা সৃষ্টি করা। অসুরবাদের সঙ্গে কঠোর নীতি গ্রহণে সময় নষ্ট করা ঠিক নহে। ভারতভাগের সঙ্গে সঙ্গে মক্কাবাদী বদমাইশগণকে বহিষ্কার করা কর্ত্তব্য ছিল। ঠিক সময়ে উহা না করিবার দরুণ ভারতে শত শত সমস্যা দেখা দিয়াছে, আরও দিবে। ভারতের কনষ্টিটিউসনে 'সেকুলারিজম' নাই। কাজেই সেকুলারইজম মিথ্যা কথা। অসুর নাশের প্রেরণা সমাজের মনে জাগ্রত রাখা এবং সময় মত উহার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শ্রাদ্ধে পুষ্কর তীর্থ আহ্বানের ইহাই মর্ম্ম কথা। সত্য যুগে আর্য্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদের মধ্যে শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাই প্রধান তিন গুরু। শিবের ধর্ম্ম জ্ঞান প্রধান, বিষ্ণুর ধর্ম্ম সমাজ পালন ও অসুর নাশ, ব্রহ্মার ধর্ম্ম সৃষ্টি, বেদবাদ ও যজ্ঞ। যজ্ঞ মানে সমাজে অসুর নাশের প্রেরণা জাগ্রত করা। স্নেহময়ী গো মাতার স্নেহস্পর্শলেহনে গোয়ালিনী শুদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহারা যথাবিধ ধর্ম্ম সংস্কারে শুদ্ধ হয় নাই তাহাদিগকে উচ্চ সংস্কার দিবার সময় শুদ্ধি সংস্কার দান করা ভাল। কারণ ইহার ফলে সাধারণ মানুষের মনে ধর্ম্ম সংস্কার দৃঢ় হইবে এবং স্থায়ী হইবে। যাঁহারা দার্শনিক দৃষ্টি সম্পন্ন তাঁহারা ঐসব দার্শনিক মন্ত্রে শুদ্ধি যজ্ঞে আহুতি দান করিয়া বেদবাদীয় ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারিবেন। *

---

* সেই সব মন্ত্রগুলি আমরা এখানে বিরজা যজ্ঞ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। ৫টী শুদ্ধি মন্ত্রে যে কোন মানুষকেই শুদ্ধ করা যায়। বিরজা মন্ত্রে যজ্ঞ করা অত্যন্ত উচ্চস্তরের শুদ্ধি কার্য্য। শুদ্ধি হইয়া উচ্চ বৈদিক ধর্ম্মে প্রবেশই যথেষ্ট নয়। এজন্য রীতিমত দার্শনিক আলোচনা, ব্রহ্মচর্য্যময় শুদ্ধ জীবন এবং ব্রহ্মজ্ঞান মূলক সাধনা করিতে হয়। এই সব মন্ত্রগুলিতে যাঁহারা শুদ্ধ হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জন কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে হয়। এসব আহুতি গৃহীদের জন্য প্রয়োগ করা ঠিক হইবে না।

বিরজা হোমে তত্ত্ব হোমের বিশেষ মন্ত্র -

৪র্থ শুদ্ধি মন্ত্র॥ ওঁ মহাভারত। জপ ১০ বার।

শক্তিবাদ ভাষ্য॥ ভারত মহান, ভারতের সভ্যতা, আধ্যাত্মিকতা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও ভারতের বেদ উপনিষদ মূলক মহান ধর্ম্ম ও ভারতের দেবতা, ঋষি, যোগী, ভারতের পিতৃ মাতৃ ভক্তি ভারতের শক্তিবাদ মূলক ধর্ম ও সভ্যতা মহান। এই সব ভাবিবে এবং গান্ধীর মূর্খ শিষ্য ও মক্কাবাদী বদমাইশের দল কিভাবে ভাঁওতা দিয়া ভারতকে ভাগ করিয়া কোটী কোটী হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সে সব ভাবিবে এবং ভারতকে অখণ্ড ও মহান এবং বেদ বাদীয় সমাজে সংস্কার করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবে। ভারতের সুন্দর দিবস রজনী, ষড়ঋতুর অপূর্ব্ব সমাবেশ এসব ভাবিবে।

৫ম শুদ্ধি মন্ত্র॥ মধু মন্ত্র স্মরণ॥ ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বর্ণো সন্তোষধি, ওঁ মধু নক্ত মথো শ্বশা ওঁ মধু মৎ পার্থিবং রজঃ, ওঁ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা; ওঁ মধু মান্নো বনস্পতি, ওঁ মধুমান পার্থিব রজঃ; ওঁ মধূ মান্নো বনস্পতি, ওঁ মধুমান অস্তুনঃ সূর্য্যঃ। ওঁ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥

বায়ু সকল মধু বহন করিতেছে। নদী সকল মধু (অমৃত রস) ক্ষরণ করিতেছে। ওষধি সকল আমাদের জন্য মধুময় হইয়াছে। ভগ্নিগণ আমাদের জন্য স্নেহময়ী হইয়াছেন। পৃথিবীর রজ (ধুলিকণা) আমাদের জন্য মধুসম হইয়াছে। স্বর্গবাসী পিতৃগণ আমাদের জন্য স্নেহ আশীর্ব্বাদ দান করিতেছেন। বনস্পতি সকল আমাদের জন্য মধুমান হইয়াছেন। সূর্য্য আমাদের জন্য মধুমান হইয়াছেন। গোমাতা আমাদের জন্য মধু (দুগ্ধ) দান করিতেছেন। আমাদের জন্য বিশ্বজগৎ মধুময় হইয়াছে, দৈব জগৎ মধুময় হইয়াছে ও জ্ঞান জগৎ আমাদের জন্য মধুময় হইয়াছে।

১। ওঁ প্রাণাপান ব্যানোদান সমানানি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

২। ওঁ পৃথিবী অপ্তেজো বায়ু আকাশানি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ অহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

৩। ওঁ গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দা এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

৪। ওঁ বাক্ পানি পাদ পায়ূপস্থা এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

৫। ওঁ শ্রোত্রত্বং নয়ন জিহ্বা ঘ্রাণানি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

৬। ওঁ মনোবুদ্ধি চিত্তাহঙ্কারানি এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্। ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

৭। ওঁ দেহজা ক্রিয়া সর্ব্বানি ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণ কর্ম্মাণি। যানিচ এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্ ওঁ হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥

শক্তিবাদ ভাষ্য॥ সমাজে অসুরবাদ প্রবল হইলে কোথাও শান্তি এবং সুখ থাকে না। দুর্ব্বলবাদে আচ্ছন্ন থাকিয়া অসুরকে প্রশ্রয় দান কালেও শান্তি থাকে না। অসুর বাদের বিরুদ্ধে শক্তিবাদ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অসুরবাদকে নির্ম্মূল করিতে হইবে। তবেই মধুর সন্ধান পাইবে। সমাজে যতক্ষণ আসুরিক উৎপাত থাকে ততক্ষণ সমাজে ও পৃথিবীতে বা পিতৃ লোকে, বা স্বর্গে বা গ্রহ নক্ষত্রে বা খাদ্য দ্রব্যে কোথাও শান্তি বা অমৃত থাকে না। সেই সময় পিতৃ বা দৈবকার্য্য শান্তিময় হয় না। এই সম্বন্ধে চণ্ডীর শুম্ভবধ অধ্যায়ের কয়েকটী মন্ত্র কি বলিতেছেন, দেখুন -

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ॥ ২৮॥
উৎপাত মেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গ বাহিন্য স্তথা সংস্তত্র পাতিতে॥ ২৯॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষ নির্ভর মানসাঃ।
বভূবু র্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বাঃ ললিতং জগুঃ॥ ৩০॥
অবাদয়ং স্তথৈবান্যে ননৃতু শ্চাপ্সরো গণাঃ॥ ৩১॥
এবং পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ।
জজ্বলু শ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্ত দিগ্ জনিতস্বনাঃ॥ ৩২॥ চণ্ডী ১০ অধ্যায়॥

দুরাত্মা শুম্ভ নিহত হইলে নিখিল বিশ্ব অতিশয় প্রসন্ন ও স্বস্থ্য হইল এবং আকাশও নির্মল হইল॥ ২৮॥ শুম্ভ বধের পূর্ব্বে যে সকল উৎপাত সূচক মেঘ, উল্কাপাত, অগ্নিবর্ষণ ইত্যাদি হইতেছিল শুম্ভ বধের পর তাহারাও শান্ত হইল। নদী সমূহ উৎপথ গমন ত্যাগ করিয়া স্বপথ প্রবাহিত হইতে লাগিল॥ ২৯॥ মক্কাবাদী বদমাইশদের নিকট ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদ হইবার পরও খণ্ডিত ভারতে মক্কাবাদী বর্ব্বরদের পোষণ ও তোষণের পরিণতি কিরূপ ভয়ঙ্কর হইতে পারে এবং কিরূপ দৈব উৎপাত দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে আমরা প্রত্যেককে সেই কথা চিন্তা করিতে বলি।

৬। শুদ্ধি পঞ্চক স্মরণের পর গায়ত্রী স্মরণ॥ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

উপনয়ন বা অভিষেক সংস্কার গ্রহণের পর বেদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করার বিধি আছে। আমরা সকলের জন্য গায়ত্রী মন্ত্রে ঈশ্বরোপাসনার নির্দ্দেশ দিয়াছি। এবং কালী ও দুর্গা পূজার পর ব্যাপক ভাবে সর্ব্বসাধারণে অভিষেক করিবার প্রথাও প্রবর্ত্তন করিয়াছি। শক্তিবাদ গ্রন্থে ও উপাসনা কাগজে আমরা গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রচার করিয়াই চলিয়াছি। শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীতে ইহার অর্থ দ্রষ্টব্য। স্নানান্তে শুদ্ধি মন্ত্র স্মরণ করিয়া গায়ত্রী স্মরণ করিবেন ও পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য তিন অঞ্জলি জল দান করিবেন। ওঁ অমুক গোত্র অমুক তৃপ্যতাম্॥ ৩ বার॥

নিত্য স্নানান্তে হবিষ্য গ্রহণকারী নীর ক্ষীর দান করিবেন। জল ও দুগ্ধ মিলাইয়া কোন উচ্চ স্থানে মৃত ব্যক্তির জন্য নিবেদন করিতে হয়। কোন কোন স্থানে অশ্বত্থ বৃক্ষে মাটির ভাঁড় ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং নিত্য স্নানান্তে ঐ হাঁড়ীতে নীর ক্ষীর দেওয়া হয়।

কোন কোন স্থানে গৃহের চার কোণে ৪টী ভাঁড় ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং নিত্য স্নানান্তে উহাতে নীর ক্ষীর দেওয়া হয়। মন্ত্র -

(জোড় হস্তে) ওঁ শ্মশানানল দগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইদং ক্ষীরং ইদং নীরং অত্র স্নাহি ইদং পিব॥

ওঁ আকাশস্থো নিরালম্ব বায়ুর্ভূত নিরাশ্রয়ঃ জলংদুগ্ধং ময়া দত্তং স্নাত্বা পীত্বা সুখীর্ভব॥

স্নানান্তে নীরক্ষীর আদ্র বস্ত্রেই দিবার নিয়ম তবে শীত প্রধান দেশে বা অপটু শরীর হইলে শুষ্ক বস্ত্রেই করা চলিবে। নীর ক্ষীর দানান্তে ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিয়া প্রণাম করিবেন।

হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও বায়স বলি। নীর ক্ষীর দানান্তে হবিষ্যান্ন গ্রহণ কালে হবিষ্যান্নের কিছু কিছু অংশ লইয়া পবিত্র ভাবে একটী কলার খোলীতে বা অন্য কোন পবিত্র পাত্রে সাজাইয়া "ওঁ বায়সায় নমঃ" মন্ত্রে দান করিবে। পরে নিজে আহার করিবে। কথিত আছে বায়স যম রাজার বাড়ীর দ্বারে দারোয়ানের প্রতীক।

অশৌচের শেষ দিনের কর্ত্তব্য পূরক পিণ্ড ও বিস্তৃত নীরক্ষীর অনুষ্ঠান

অশৌচের শেষ দিন অর্থাৎ দশম দিন হবিষ্যকারী স্নান, শুদ্ধিপঞ্চকস্মরণ ও পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য জলদান করিয়া পূরক পিণ্ডদান স্থানে আসিয়া নীর ক্ষীর দান করিবেন। এই দিন আর বৃক্ষে বা গৃহের কোণে ঝুলানো পাত্রে নীর ক্ষীর দিবার প্রয়োজন হইবে না, এই দিনের নীর ক্ষীর পূরক পিণ্ড বেদীতেই দান করিতে পারিবেন।

পূর্ব মুখে বসিয়া পিণ্ডদান করিতে হইবে, এই ভাবে পূরক পিণ্ডবেদী প্রস্তুত করিতে হইবে। বেদীটী সোয়া হাত লম্বা ও চওড়া এবং চার অঙ্গুলী পরিমাণ উঁচু হইবে। যদি বেদী করিবার মত মাটির অসুবিধা থাকে তবে মেঝেতে দাগ কাটিয়া রং করিয়া লইতে পারিবেন এবং মোটা করিয়া কুশ বা কুশাসন বিছাইয়া লইবেন। যেন পিণ্ডে কোন প্রকারেই মাটি না লাগে। কুশাসনের বাম সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ১০টি পিণ্ড পর পর সমান দূরে ফাঁক ফাঁক করিয়া সাজাইবেন। দশ পিণ্ডদানের বেদীর দক্ষিণ বা বাম দিকে ১৬শ পিণ্ড দানের জন্য আরও একটি বেদী ঐ মাপে প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই বেদীটিও মোটা করিয়া কুশদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া লইবেন। ১৬ পিণ্ড বেদীতে ১৯টিরও কয়েকটি বেশী পিণ্ড দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই সঙ্গে আরও ৫, ৭ খানা পিণ্ড দিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক সময় নিকট স্থিত মৃত আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবকেও এক একটি পিণ্ডদানের ইচ্ছা মনে থাকিতে পারে, তাঁহাদের প্রত্যেককে এক একটি পিণ্ড নাম ও গোত্র বা গোত্র জানা না থাকিলে নাম বলিয়া পিণ্ড দিলেও চলিবে। দেখা গিয়াছে, শ্রাদ্ধে ও পিণ্ড দানের অনুষ্ঠান কালে পিণ্ডকামী বহু আত্মার আবির্ভাব হয়। তাঁহাদিগকে তৃপ্তি দিবার ব্যবস্থা করিলে তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়। দুর্গা পূজা ও কালী পূজার সময় বহুস্তরের শক্তি ও দেবতাদের পূজা ও তর্পণ দিবার ব্যবস্থা আছে। শ্রাদ্ধ তর্পণে ও পিণ্ডদান কালেও পিণ্ড প্রার্থী আত্মাগণকে পিণ্ডদান করিতে হয়। ইহাই ষোড়শ পিণ্ড অনুষ্ঠান।

১০টী পূরক পিণ্ড বেদীর মধ্যে নীর ক্ষীর দানেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। ১ম পিণ্ডের নিম্নদিকে সম্মুখে একটি নীর ক্ষীর পাত্র রাখিবেন। (ছোট ছোট মাটির ভাঁড় বা মাটির দিয়ালী বা মুছি দ্বারা নীর ক্ষীর পাত্র করিতে পারেন)। ২য় পিণ্ডের উপরের দিকে একটি এবং নিম্ন দিকে ১টি; ৩য় পিণ্ডের উপরের দিকে ১টি এবং নিম্ন দিকে ২টি ; ৪র্থ পিণ্ডের উপরের দিকে ২টী এবং নিম্নের দিকে ২টী নীর ক্ষীর পাত্র সাজাইতে হইবে। ৫ম পিণ্ডের উপরের দিকে দুইটি এবং নীচের দিকে ৩টি, ৬ষ্ঠ পিণ্ডের উপরের দিকে ৩টি এবং নিম্নের দিকে ৩টি। ৭ম পিণ্ডের উপরের দিকে ৩টি এবং নিম্নের দিকে ৪টি। ৮ম পিণ্ডের উপরের দিকে ৪টি এবং নিম্নের দিকে ৪টি। ৯ম পিণ্ডের উপরের দিকে ৪টি এবং নিম্নের দিকে ৫টি। ১০ম পিণ্ডের উপরের দিকে ৫টি এবং নিম্নের দিকে ৫টি নীর ক্ষীর পাত্র সাজাইতে হইবে। নীর ক্ষীর পাত্রগুলি এবং পিণ্ডটি এমন ভাবে সাজাইবেন যাহাতে দেখিতে পূর্ব্ব পশ্চিমে বেশ সরল রেখার মত সোজা হয়। পিণ্ডগুলিতে রেশমের সূতার টুকরা (আবরণার্থ) দিবেন। তুলসী পত্র, তীল, যব এবং পুষ্প দিবেন।

ষোড়শ পিণ্ড বা ঊনবিংশ পিণ্ডেও পূরক পিণ্ডের মত তুলসী পত্র, তীল, যব ও পুষ্প এবং আবরণ সূত্র দিবেন। কোন কোন আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের উদ্দেশ্যে যে সব বিশেষ পিণ্ড দেওয়া হইবে তাহাতেও ঐভাবে সমস্ত প্রকারের ব্যবস্থা থাকিবে। পিণ্ড ও নীর ক্ষীর ব্যবস্থা যেন সর্ব্ব প্রকারের পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্র হয় সেই দিকে শ্রাদ্ধকারী ও সহায়কগণ দৃষ্টি রাখিবেন। শ্রাদ্ধ কার্য্য যাহাতে খুব সুন্দর পবিত্র বিধিতে এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে এ জন্য শক্তিবাদ মঠেও ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রাদ্ধের সর্ব্ববিধ কার্য্য নিজে করিবেন এবং প্রয়োজন বোধে কোন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য লইবেন।

যথাযথ ভাবে বেদী প্রস্তুত হইবার পর আসনে বসিয়া একে একে শুদ্ধি পঞ্চক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন এবং গায়ত্রী স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূরক পিণ্ড দান করিবেন।

ওঁ অমুক গোত্র অমুক অবনেনিক্ষ্ব॥ এই মন্ত্রে বেদীস্থিত কুশের উপর জলের ছিটা দিবেন। অমুক গোত্রস্য অমুকস্য প্রথম পিণ্ডং পূরকম্ স্বধা॥ কোন কোন মতে শ্রাদ্ধ দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন প্রকার দান মন্ত্রেই ''স্বধা'' প্রয়োগ হইবে না। আমাদের মতে ''স্বধা মন্ত্র'' হইতেছে অমৃতাত্মক ''শক্তি মন্ত্র''। ইহা তৃপ্তি বাচক শব্দ। শ্রাদ্ধ কার্য্যে বা প্রেত কার্য্যে ইহা সব সময়ই প্রয়োগ হইতে পারিবে। মানুষ মৃত্যুর পর প্রেত অবস্থায়ই থাকুন বা পিতৃ বা দেবলোকে থাকুন তাঁহাদের তৃপ্তিই আমাদের কাম্য, নীর ক্ষীরও স্বধা মন্ত্রে দান করিবেন।

যথা ওঁ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য দ্বিতীয় পিণ্ডং পূরকং স্বধা॥
যথা ওঁ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য তৃতীয় পিণ্ডং পূরকং স্বধা॥
যথা ওঁ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য চতুর্থ পিণ্ডং পূরকং স্বধা॥
যথা ওঁ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য পঞ্চম পিণ্ডং পূরকং স্বধা॥
যথা ওঁ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য ষষ্ঠ পিণ্ডং পূরকং স্বধা॥
যথা ওঁ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য সপ্তম পিণ্ডং পূরকং স্বধা॥
যথা ওঁ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য অষ্টম পিণ্ডং পূরকং স্বধা॥

যথা ওঁ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য নবম পিণ্ডং পূরকং স্বধা॥

যথা ওঁ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য দশম পিণ্ডং পূরকং স্বধা॥

এই ভাবে ১০টি পিণ্ড উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক পিণ্ডের উপর তর্পণ দিবেন। যথা - ওঁ অমুক গোত্রস্য অমুকং এতদ্ তর্পণং স্বধা॥ পূরক পিণ্ড ও তর্পণ দানের পর নীর ক্ষার পাত্রগুলি নিবেদন করিবেন।

ওঁ শ্মশানানল দগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ। ইদং ক্ষীরং ইদং নীরং অত্র স্নাহি ইদং পিব॥ ওঁ আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুর্ভূত নিরাশ্রয়ঃ ইদং নীরং ইদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী র্ভব॥

ইদং নীরং ক্ষীরং ওঁ অমুকগোত্র অমুকং স্বধা॥ বলিবে এবং শেষ মন্ত্র বলিয়া প্রত্যেক নীর ক্ষীর পাত্রে কুশ সংযুক্ত কুশী দ্বারা জল দিবেন। তাম্র কুশীতে কয়েকটি কুশ রাখিয়া বাঁধিয়া লইবেন। সেই কুশীর সাহায্যে জল নিবেদন করিলে বেশ সুন্দর ভাবেই নিবেদন কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

যাহাতে দশবিধ সংস্কার ও পূজা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয় ইহার জন্য শক্তিবাদীরা এসব ধর্ম্মকার্য্য শিক্ষা করিবেন এবং ভক্তিমান ধার্ম্মিক গণকে সাহায্য করিবেন। সাহায্য গ্রহণকারীরাও কিছু পারিশ্রমিক মঠকে এবং সাহায্য কারীকে দান করিতে পারিবেন। হিন্দু ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে শক্তিবাদ মূলক ধর্ম্ম, কিন্তু হিন্দুরা এখন ঐসব তত্ত্ব না জানিবার দরুণ দুর্ব্বল ও অসুরবাদে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মকে শক্তিবাদ ধর্ম্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠা দান করা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজসেবা ইহা মনে রাখিবেন।

নীর ক্ষীর দানের পর ষোড়শ পিণ্ড দান বেদিতে ষোড়শ পিণ্ড দান অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ষোড়শ পিণ্ডদান॥ ঊনবিংশতি পিণ্ডকে ষোড়শ পিণ্ড কহে। দক্ষিণাগ্র পাঁচটি রেখার উপর পশ্চিমাগ্র ছয়টি রেখা অঙ্কিত করিলে কুড়িটি ঘর হইবে, তদুপরি কুশ বিস্তার করিয়া দিবে। পরে আস্তৃত কুশের উপর তিলযুক্ত জলদ্বারা পিতৃপুরুষের অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্র যথা -

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥

তৎপরে সতিল জলাঞ্জলী লইয়া এই মন্ত্রে কুশের উপরে দিবে।

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহোদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥

পরে কুশার মূলস্থান হইতে ক্রমশঃ একটি একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনপংক্তিস্থিত পনরটি ঘরে পনরটি এবং নৈঋতকোণস্থিত ঘরটি বাদ দিয়া পশ্চিম পার্শ্বস্থিত শেষ পংক্তির চারটি ঘরে চারটি, এই ঊনবিংশতি পিণ্ড দিবে। মন্ত্র যথা -

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ১॥
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ২॥
ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে॥
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ৩॥
ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভপ্রপীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ৪॥
ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিৎ নাগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেভ্যো পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ৫॥
ওঁ দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ৬॥
ওঁ উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষ শস্ত্র হতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ৭॥
ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনিবনে বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচৈশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ৮॥
ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ৯॥
ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ১০॥
ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ যে নীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ১১॥
ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসূচ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ১২॥
ওঁ পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ১৩॥
ওঁ জাত্যন্তর সহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মনুষ্যঃ দুর্ল্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ১৪॥
ওঁ দিব্যন্তরীক্ষভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতা অসংস্কৃতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দধাম্যহম্॥ ১৫॥
ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানে সর্ব্বদা॥ ১৬॥
ওঁ যেঽবান্ধনা বান্ধবাঃ বা যেঽন্য জন্মনি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডং ময়া দত্তোঽপ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥ ১৭॥

ওঁ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে মৃতা চ যে মৃতাঃ।
গুরুর্শ্বশুরবন্ধুনাং যে চান্যেবান্ধবা মৃতাঃ যে মে কুলে
লিপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধা পঙ্গবস্তথা।
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতজ্ঞাতাকুলে মম।
তেষাং পিণ্ডং ময়া দত্তোঽপ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠাতাম্॥ ১৮॥
ওঁ অব্রাহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা মাতুস্তথা বংশভবামদীয়ঃ।
কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতা-ভৃত্যাস্ত থৈবাশ্রিত সেবকাশ্চ।
মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ কীটা দৃষ্টা হ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ।
জন্মান্তরে যে মম দাসভূতাস্তেভ্যঃ স্বধা (সদা) পিণ্ডমহং দদানি॥ ১৯॥

ভোজনে দ্রব্য দান॥ ষোড়শ পিণ্ডদানের পর পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দান করিবেন। একটি আসন বিছাইয়া উহার সামনে থালায় বা পাতায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি, ফলমূলাদি ও মিষ্টি দ্রব্য দিবেন। পানীয় জল, বিলাস দ্রব্যের অভ্যাস থাকিলে বিলাস দ্রব্যও (চা তামাক) দিবেন। আসনে পুষ্পাদি সাজাইয়া দিবেন, চন্দন ও গন্ধ দ্রব্য ছিটাইয়া দিবেন। শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজাইয়া ধূপ ও দীপ আরতি দানের মতন করিয়া ঘুরাইয়া দিবেন। ধূপ দান মন্ত্র - ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যং গন্ধাঢ্যং সুমনোহরং আঘ্রেয়ং সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতি গৃহ্যতাম্ (৩ বার)॥ দীপদান মন্ত্র - ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্ব স্তিমিরাপহঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো জ্যোতিঃ দীপোঽয়ং প্রতি গৃহ্যতাম্ (৩ বার)॥ গ্রীষ্মকাল হইলে চামর ব্যজন করিবেন। এ সব অন্ন ব্যঞ্জন ও নৈবেদ্যাদি কোন ধার্ম্মিককে আহারার্থ দিবেন এবং ভোজন দক্ষিণা দিবেন। এই ভাবে দ্রব্যাদির দান হইয়া যাইবার পর উল্কাদান করিবেন।

উল্কাদান প্রয়োগ॥ নারিকেলপত্র বা পেঁকাটি দ্বারা মসালের ন্যায় উল্কা নির্মাণ করিয়া পিতৃরীতিক্রমে গ্রহণ করিবে।

উল্কাগ্রহণ মন্ত্র - ওঁ শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ। উজ্জ্বলজ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা॥

উল্কা ভূমিতে স্থাপন করিবার মন্ত্র - ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধা কুলে মম। উজ্জ্বলজ্যোতিষা দগ্ধাস্তে যান্ত পরমাং গতিম্।

ভেলায় করিয়া ঐ উল্কা জলে ভাসাইবার মন্ত্র - ওঁ যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে। উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্ত তে।

উল্কাদান হইবার পর ব্রহ্মনাড়ী স্মরণ করিয়া উপাসনা ও প্রণাম। আত্মার তৃপ্তির জন্য ব্রহ্মানাড়ী স্মরণ, ব্রহ্ম উপাসনা ও ব্রহ্মমন্ত্র জপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান।

শ্রাদ্ধ দিনের কর্ত্তব্য

শ্রাদ্ধ কর্ত্তা স্নানান্তে পঞ্চ শুদ্ধি মন্ত্র ও গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিবেন। এবং পরলোক গত আত্মীয়গণের তৃপ্তির জন্য তিন অঞ্জলি জল দান করিবেন।

ইহার পর মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিয়া প্রণাম ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া বাস্তুপুরুষের উদ্দেশ্যে জল ফুল দিবেন। ঘটে বা নারায়ণ শিলায় বা শিব মূর্ত্তিতে পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া রুদ্র ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। পিতৃ উপাসনায় (শ্রাদ্ধে) ব্রতী হইবার পর নিজেকে বা নিজের মনকে সর্ব্বতো ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। শ্রাদ্ধ কার্য্যে নিজের মন যতটা শান্ত ও তৃপ্ত থাকিবে পরলোকগত আত্মারও সেই পরিমাণ শান্তি ও তৃপ্তি হইবে। শ্রাদ্ধকারী ও আত্মীয়গণ শোকহীন, শান্ত ও আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠ হইলে পরলোকগত আত্মারও সেই পরিমাণ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হইবে। জন্মাবধি মানুষ আত্মীয়গণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূত্রে নিবিড় ভাবে জড়িত থাকে। মৃত্যুর পর সেই সম্বন্ধের নিবিড়তা স্থূলভাবে ছিন্ন হইলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহা ছিন্ন হয় না। এই জন্যই শ্রাদ্ধকারীকে নানা প্রকার শুদ্ধি মন্ত্রে নিজেকে শুদ্ধ পরিবেশে আসিতে হয়। এবং পঞ্চ দেবতা বা পঞ্চ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। শুদ্ধ ও শান্ত মনের প্রভাবে পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা নিজেরা পূজা করিতে অক্ষম তাঁহারা অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে পূজা করাইয়া নারায়ণ ও শিবকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবেন। বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া বিষ্ণুকে ৩টি পুষ্পাঞ্জলী দিবেন। এতদ্ সচন্দন পুষ্পবিল্ব পত্রাঞ্জলী, ওঁ হ্রীং বিষ্ণবে নমঃ। রুদ্রের ধ্যান করিয়া ৩টি পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। এতদ্ সচন্দন পুষ্প বিল্ব পত্রাঞ্জলী ওঁ হৌং রুদ্রায় নমঃ॥

পঞ্চ দেবতার পূজা বিধি আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ইহারা মনো বিকাশের পাঁচটী বৈজ্ঞানিক বিকাশ স্তর। আত্মারা এই সব স্তরের কোন না কোন স্তরে অবস্থান করেন। আমাদেরও মনোবিকাশ এই সব স্তরের কোন না কোন স্তরে অবস্থিত। সেই স্তরের লক্ষণ ধরিয়াই আমাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সব মানুষ একই স্তরে থাকে না। আবার সব মানুষের মতবাদ ও চিন্তাধারা এক স্তরের হয় না। আত্মারা আত্মবিকাশের কোন না কোন স্তরে থাকেন। এসব স্তরের দৃষ্টিসম্পন্ন গণই জ্ঞানসম্পন্ন মানব। সাধক সাধনার পথে এ সব স্তরই অতিক্রম করেন এবং পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এই পৃথিবীতে আমাদের মন ও শরীরের সুখ দুঃখের একটা বড় অংশ গ্রহ নক্ষত্রগণের জ্যোতিতে নিয়মিত হয়। গ্রহ নক্ষত্রের উপরে পঞ্চ তত্ত্বের জগৎ। ইহারাই পঞ্চ সগুণ ব্রহ্মের জগৎ। ইহারা গণেশাদি পঞ্চ সগুণ ব্রহ্ম। আমাদের মন ও শরীরের কিছু অংশ গ্রহগণের জ্যোতিতে নিয়মিত হয়। আমাদের শরীরের আরও উচ্চ অংশ পঞ্চতত্ত্বের তারতম্যে নিয়মিত হয়। ইহার উপরেও শরীর ও মনকে কেন্দ্র করিয়া শক্তি জগৎ প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। শক্তি জগতের শেষ কেন্দ্র নির্গুণ ব্রহ্ম। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমরা সবগুলি স্তরেরই সমষ্টি। জীবাত্মাগণ স্থূলে বা সূক্ষ্মে যে কোন স্তরেই থাকুন না কেন সকলেই একই নির্গুণ ব্রহ্ম ও শক্তি জগতের বা পঞ্চ তত্ত্ব জগতে বা গ্রহগণের প্রভাবিত স্থূল পৃথিবীতে অবস্থান করেন। শরীর ত্যাগ হইলেও অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে কেহই দূরে থাকেন না। শ্রাদ্ধ শান্তির মধ্য দিয়া আমরা সেই জগতের সংস্পর্শে আসিতে চেষ্টা করিয়া অনেকটা তৃপ্তি ও শান্তির নিকটস্থ হই এবং পরলোকগত আত্মারাও আমাদের তৃপ্তির একটা বড় অংশের ভাগী হন। শ্রাদ্ধ শান্তির ইহাই মর্ম্মকথা।

সংক্ষেপে পঞ্চ দেবতার পূজা॥ আসন গ্রহণ, ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ মূলাধারে ইষ্ট ও সহস্রারে ব্রহ্ম নাড়ীর দুই প্রান্তে গুরুকে স্মরণ করিয়া প্রণাম॥ প্রতিষ্ঠিত শিব মূর্ত্তিতে বা

নারায়ণ শালগ্রামে পূজা করিতে হইলে উহাদের উপর স্নানার্থ জল দিবেন। ওঁ নারায়ণায় নমঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥

আচমন॥ ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা॥ ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা॥ ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা॥

জল শুদ্ধি॥ ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

জলে - চন্দন সিক্ত পুষ্প দান, ওঁ জলায় নমঃ॥

জলকে মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া দশ বার ওঁ জপ॥

ভূতাপসরণ॥ ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভূমিপালকাঃ।
যে ভূতাঃ বিঘ্ন কর্ত্তারঃ তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞায়া॥

চারিদিকে জলের ছিটা বা চাউলের ছিটা দিবেন॥

ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রঃ বিশ্বশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নঃ ত্রাক্ষ্যো অরিষ্ট নেমি স্বস্তি নঃ বৃহস্পতি দদাতু॥

গুরু প্রভৃতি প্রণাম॥ (বামে) ওঁ গুরুভ্যোনমঃ। পরম গুরুভ্যো নমঃ। পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ॥

(দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ॥ (পৃষ্ঠে) ওঁ ক্ষেত্র পালায় নমঃ॥ (ঊর্দ্ধে) ওঁ ব্রহ্মণো নমঃ॥ (অধঃ) ওঁ অনন্তায় নমঃ॥ (সম্মুখে) পঞ্চ দেবতা সহিত অমুক দেবতায় নমঃ॥ দ্বার দেবতার পূজা॥ ওঁ এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ দ্বার দেবতাভ্যঃ নমঃ॥

যদি ঘটে পূজা করিতে হয়, তবে এখন ঘট স্থাপন করিবেন॥ যথা - মূলাধার হইতে ব্রহ্মনাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মনাড়ীই ঘটের আসল রূপ। ঐ ঘটেই সমস্ত ব্রহ্ম, শক্তি, দেবতাগণ, গ্রহগণ ও শিবগণ অধিষ্ঠিত আছেন। কাজেই মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মনাড়ী যে ঘট ইহা জানিয়া ঘট স্থাপনা করিবেন।

ঘটস্থাপনা॥ ঘটের নিম্নে যন্ত্র লিখন ও ঘট স্থাপন॥ ঘটে যন্ত্র লিখন॥ ঘটের নিম্নে পঞ্চ শস্যদান॥ জলে অষ্টগন্ধ, সপ্তমৃত্তিকা দান। পঞ্চ পল্লব (অশ্বত্থ, বট, আম, কাঁঠাল, বকুল) একতোলা স্বর্ণদান॥ ধৌত ক্লীঁ মন্ত্রে॥ ঐঁ মন্ত্রে সংশোধন॥ হ্রীঁ স্থাপন॥ হ্রীঁ জলপূর্ণ করণ॥ ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসিচ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবনাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতাল ভূগতাঃ। সর্বে তীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিং। কুশদ্বারা পল্লবস্পর্শ - ওঁ স্ত্রীং॥ সিন্দুর - ওঁ রং॥ পুষ্প - ওঁ মাল্য ওঁ যং॥ দুর্ব্বা - ওঁ মূলমন্ত্র॥ ঘটস্পর্শ - ওঁ হীং ফট্ স্বাহা॥ ঘট ও দেবতা ঐক্য ভাবিয়া ওঁ (মূলমন্ত্র) ১০ বার॥ ওঁ বহ্নে অর্চ্চিষাদি দশ কলাভ্যঃ নমঃ। ওঁ সূর্য্যস্য তপিন্যাদি দ্বাদশ কলাভ্যো নমঃ। ওঁ চন্দ্রস্য অমৃতাদি ষোড়শ কলাভ্যো নমঃ॥ ওঁ স্থাং স্ত্রীং স্থিরোভব। আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা॥ ঘটের চারিদিকে তীররোপণ।

ইহার পর ঘটে বা নারায়ণ শিলায় বা শিব লিঙ্গে দেবতাগণের পূজা করিবেন॥ যথা - ওঁ গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্যো নমঃ॥ ওঁ আদিত্যাদি নব গ্রহেভ্যো নমঃ॥ ওঁ ইন্দ্রাদি দশ দিকপালেভ্যো নমঃ॥ ওঁ গুরবে নমঃ॥

সংকল্প॥ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুক মাসি, অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবতা প্রীতিকামঃ পঞ্চ দেবতা পূজা পূর্ব্বক অমুক দেবতা পূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে॥ ঈশান কোণে কোন আধারে কুষীটি উল্টাইয়া দিয়া উপরে চাল দিবেন। ওঁ

দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ঠা সিচম্ উদবা সিদ্ধ ধ্বমুপবা পূর্ণধ্বমাদিদ্ বো দেব ও হতে॥ ওঁ সংকল্পিতার্থাঃ সিদ্ধয়ঃ সন্তু মনোরথাঃ॥ শত্রুনাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণা মুদয়ায় চ, অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥ সংক্ষিপ্ত পূজায় সংকল্প না করিলেও চলিবে।

গণেশের পূজা॥ একটি গন্ধ পুষ্প হাতে লইয়া, ধ্যান - ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদরং সুন্দরং। প্রস্যন্দন্মদগন্ধ লুব্ধ মধুপ ব্যালোলগণ্ড স্থলং। দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং। বন্দে শৈল সুতাসুতং গণ পতিং সিদ্ধি প্রদং কামদং॥

ধ্যান পুষ্পটি মাথায় রাখিয়া মানস পূজা॥

(মূলাধারে) কনিষ্ঠাদ্বয় সংযোগ করিয়া - ওঁ পৃথ্যাত্মকং গন্ধং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥ (স্বাধিষ্ঠানে) অনামিকাদ্বয় সংযোগ করিয়া - ওঁ অমৃতাত্মকম্ নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥ (মণিপুরে) মধ্যমাদ্বয় সংযোগ করিয়া - ওঁ বহ্নিআত্মকম্ দীপং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥ (অনাহতে) তর্জ্জনীদ্বয় সংযোগ করিয়া - ওঁ বায়ুআত্মকম্ ধূপং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥ (বিশুদ্ধাখ্যে) অঙ্গুষ্ঠাদ্বয় সংযোগ করিয়া - ওঁ হং আকাশত্মকং পুষ্পং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥ (সমস্ত ব্রহ্মনাড়ীতে) ওঁ সর্ব্বাত্মকং তাম্বুলং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

পুনঃ ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা নারায়ণ শিলায় বা শিব লিঙ্গে দিবেন এবং পঞ্চোপচারে গণেশের পূজা করিবেন। যথা - এষঃ গন্ধঃ ওঁ হ্রীঁ গণেশায় নমঃ॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ গণেশায় নমঃ॥ এষঃ ধূপঃ ওঁ হ্রীঁ গণেশায় নমঃ॥ এষঃ দীপঃ ওঁ হ্রীঁ গণেশায় নমঃ॥ এতদ্ নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীঁ গণেশায় নমঃ॥

প্রণাম - ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণা বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ॥

সূর্য্যের পূজা

ধ্যান - ওঁ রক্তাম্বুজাসনং অশেষ গুণৈক সিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয় বরাভীতি সংদধতং করাজৈঃ
মাণিক্য মৌলীং অরুণাঙ্গ রুচিং ত্রিণেত্রম্॥

মানস পূজা

ওঁ লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং ওঁ হ্রীং সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
ওঁ হং আকাশত্মকং পুষ্পং ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
ওঁ ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুকম্ ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
পুনঃ ধ্যান॥ পঞ্চোপচারে বাহ্য পূজা॥
এষঃ গন্ধঃ ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥
এষঃ ধূপঃ ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

এষঃ দীপঃ ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

এতদ্ নৈবেদ্যম্ ওঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

সূর্য্যার্ঘ্য॥ ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতেবিষ্ণু তেজসে
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে কর্ম্ম দায়িনে ইদং অর্ঘ্যং ওঁ হ্রীঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥

প্রণাম॥ ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্ন প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

নারায়ণের পূজা॥ ধ্যান॥ ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনঃ সন্নিবিষ্টঃ, কেয়ুর বান কনক কুণ্ডলবান কীরিটী হারি হির্ন্ময়র্বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

মানস পূজা॥

ওঁ লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং ওঁ হ্রীঁ নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীঁ নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ওঁ হ্রীঁ নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং ওঁ হ্রীং নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ হং আকাশত্মকং পুষ্পং ওঁ হ্রীঁ নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুকম্ ওঁ হ্রীঁ নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

পুনঃ ধ্যান॥ বাহ্য পূজা॥ এষঃ গন্ধঃ॥ এতে গন্ধপুষ্পে॥ এষঃ দীপঃ॥ এষঃ ধূপঃ॥ এতদ্ নৈবেদ্যং॥

তুলসী পত্রদান॥ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। ৩ বার॥

প্রণাম॥ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যো দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শিবের পূজা॥ ধ্যান॥ ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং
চারুচন্দ্রা বতংশং, রত্না কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু
মৃগ বরাভীতি হস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ
স্তুতমমরাগণৈঃ ব্যাঘ্র কৃত্তিবসানং, বিশ্বাদ্যং
বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিণেত্রং॥

মানস পূজা॥

ওঁ লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ হং আকাশত্মকং পুষ্পং ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুকম্ ওঁ হৌঁ শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥

পুনঃ ধ্যান॥ পঞ্চোপচারে বাহ্য পূজা॥ এষঃ গন্ধঃ॥ এতে গন্ধপুষ্পে॥ এষঃ দীপঃ॥ এষঃ ধূপঃ॥ এতদ্ নৈবেদ্যং॥ এতদ্ জলং॥ এতদ্ সচন্দন বিল্বপত্রং॥

প্রণাম॥ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ ত্রয়হেতবে নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বম্ গতিঃ পরমেশ্বর॥

জয় দুর্গার পূজা॥ ধ্যান॥ ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ ররিকুল ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিণেত্রাম্। সিংহ স্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবন মখিলং তেজসা পুরয়ন্তীং। ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণাবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

মানস পূজা॥

ওঁ লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ হং আকাশত্মকং পুষ্পং ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

ওঁ ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বুকম্ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

পুনঃ ধ্যান॥ বাহ্য পূজা॥

প্রণাম॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

পঞ্চ দেবতার পূজা সব পূজায়ই ব্যবহৃত হয়। এই পূজার পর যে দেবতার পূজা হইবে এখন তাঁহার পূজা হইবে। সংকল্প কালে পঞ্চ দেবতা পূর্ব্বক অমুক দেবতা পূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে বলা আছে। সেই খানে ''অমুক দেবতা'' স্থানে যে দেবতার পূজা হইবে সেই দেবতার নাম বলিবেন (যেমন রুদ্র দেবতা, নারায়ণ দেবতা, দুর্গা দেবতা, কালী দেবতা, নবগ্রহ দেবতা বা যে কোন দেবতার পূজা হইবে তাহার নাম উল্লেখ করিবেন)। এবং একটি করিয়া প্রাণায়াম করিয়া সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি করিয়া সেই দেবতার পূজা আরম্ভ করিবেন। শ্রাদ্ধ কার্য্য পিতৃ উপাসনার অনুষ্ঠান। শিব এবং বিষ্ণু স্তরের মধ্য দিয়া আত্মাগণ মাতৃ ও পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীতে আত্মাগণের আসিবার আর কোনই পথ নাই। শিব জগৎ মানে বীজ জগৎ, বিষ্ণু জগৎ মানে সুখ জগৎ। পিণ্ড দানের প্রভাবে আত্মাগণকে বিষ্ণু জগতে আকর্ষণ করা হয়। সুখের মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম আত্মাগণ পরিচালিত হইলে আত্মাগণ বীজ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সেই বীজ মাতৃগর্ভে চলিয়া আসে। জীব জগতে, বীজ জগৎ হইতে আত্মাকে স্থূল সংসারে টানিবার অনেক পথ আছে। সকলেই গর্ভে জন্মগ্রহণ করে না। আবার সম্ভোগ ভিন্নও রজঃ বীর্য্যের মিলন ও সুখ সম্ভব। শুনিয়াছি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের জন্ম গান্ধারীর গর্ভে হয় নাই। তাঁহাদের জন্ম ব্যাংদের মত বাহ্য বিজ্ঞানে হইয়াছিল। রজঃ ও বীর্য্যের আলোড়নে জীবের সঙ্গে জড়িত সুখজগৎ কিভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া জীবের জন্ম হয় উহা অনুধাবন করা সহজ নহে। সব পূজায়ই দেখা যায় নৈবেদ্য দিবার প্রথা। কিন্তু পিতৃপূজায় দেখা যায়, পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা। পিণ্ডমানে শরীর। প্রেতাত্মা বা স্বর্গবাসী সূক্ষ্ম পুণ্যাত্মাদের স্থূল শরীর থাকে না। তাঁহাদিগকে পিতৃপূজক ভক্তগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণে আকর্ষণ করেন। পৃথিবীতে টানিবার পথটি বিষ্ণু জগতের মধ্য দিয়া বিদ্যমান। এই জন্যই (গয়াতে) বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা। ঋষিগণ উপাসনা কাণ্ডে পিতৃ পূজার যে পিণ্ডদান নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন উহা খুবই বিস্ময়কর ঘটনা। হিন্দুধর্ম্মে পিতৃকার্য্যে পবিত্রতা, সংযম ও আদর্শের স্থান দেওয়া হইয়াছে, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মেই উহার সমকক্ষ পবিত্রতার তুলনা

নাই। যাঁহারা পিতৃকার্য্যের ব্রতধারী তাঁহারাও একাগ্রমনে ভক্তি ভাবে বিষ্ণু ও শিবের পূজা করিয়া মনের সাম্যস্থিতি প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং পিতৃ শ্রাদ্ধের কার্য্যে রত হইবেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে পিতৃ লোক, বিষ্ণু লোক, শিব লোক এবং শক্তি জগৎ কোথায়? আমরা বলি, উহারা আমাদের মনোবিকাশের নানা স্তর। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যস্থানে সব নাড়ী বিদ্যমান। এই সব নাড়ী গুলির স্পন্দনই আত্মবিকাশের বিভিন্ন স্তর। সেই সব স্তরেই পিতৃ, দেবতা, শক্তি এবং নির্গুণ ব্রহ্মের সংস্থান এবং সেই গুলিই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ এবং সত্যলোক। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিব কেন্দ্র হইতে স্বাধিষ্ঠান পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি নাড়ীই পিতৃনাড়ী। এই পথেই বীজ জগতের বীজগুলি মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হয়। ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য। পিতৃ জগৎ কোন কাল্পনিক স্থান নহে। এবং পিতৃ পূজা কেবল পুরোহিতের লম্বা প্রাপ্তির ফর্দ্দ ও "ব্রাহ্মণায় অহং দদামি" নহে। ইহাতে সত্যই কিছু তত্ত্ব আছে। আমি আমার পিতৃ পুরুষকে আমার বংশে আকর্ষণ করিব। ইহাতে আমার বংশ পবিত্র ও উন্নত হইবে। যদি সংসারে উচ্চ স্তরের আত্মাগণকে টানিবার চেষ্টা না হয় তবে মানুষের সমাজ ও পশু সমাজে কি ভেদ থাকিবে? আত্মজ্ঞান ও সংসার চক্র, এই দুইটা তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়াই মানবের মানবত্ব। যদি বংশের উচ্চ বিকাশ না থাকে যদি বংশে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিধর মহাত্মার আবির্ভাব না হয় তবে মানুষের জীবনে শান্তি ও সুখ কোথায়? গীতায় অর্জ্জুন "লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়ার" কথা ভাবিয়া মুহ্যমান হইয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উহার একটি মাত্র উত্তর দিয়াছিলেন "আত্মার শরণাপন্ন হও" এবং "অসুরবাদ ভাঙ্গিয়া দাও"। আজ হিন্দু যুবকগণ দুই পাতা কম্যুনিজম পাঠ করিয়া ও দুর্ব্বলবাদী গান্ধিবাদী মূর্খদের পায়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া ভারত ভাগ করিয়া এবং ভারতকে মক্কাবাদী বর্ব্বরদের পদে টুকরা টুকরা করিয়া সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাদের সামনে আজ শ্রাদ্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যার মূল্য কি? কিন্তু জানিয়া রাখিও পিতৃ জগৎ, দৈবজগৎ এবং ঋষি জগৎ সত্যই ভারতের সভ্যতাকে রক্ষা করিবেন। ইহাও জানিও পিতৃদেবতা ও ঋষিগণের আশীর্ব্বাদ কামীদের সংখ্যা এখনও খুব কম নাই। দুই চারজন মূর্খ উহা না মানিলে একটা বৃহৎ সমাজের উহাতে কিছু আসে যায় না।

আয়ু কীর্ত্তির্বলং তেজো ধনং পুত্র পশুস্ত্রীয়ঃ॥ দদন্তি পিতরস্তস্য আরোগ্য মাত্র সংশয়॥ অর্থাৎ যাঁহারা পিতৃপূজা করেন তাঁহাদিগকে পিতৃ জগৎ আয়ু, কীর্ত্তি, বল, তেজ, ধন, পুত্র, পশু, স্ত্রী এবং আরোগ্য নিশ্চয়ই দান করেন। আমরা যাঁহাদের গৃহে জন্ম গ্রহণ করি, যাঁহাদের স্নেহে প্রতিপালিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপোষিত হই তাঁহারা আমাদের কথা ভুলিয়া যান না। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের নীতিই শ্রাদ্ধ বিধান।

বিষ্ণুর ধ্যান॥ ওঁ বিষ্ণুং শারদ চন্দ্র কোটি সদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা মম্ভোজং দধতং সিতাব্জ নিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদ হার কুণ্ডল মহা মৌলিং স্ফুরৎ কঙ্কনং, শ্রী বৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভ ধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্।

পূজা মন্ত্র - ওঁ শ্রীঁ বিষ্ণবে নমঃ॥

পুষ্পাঞ্জলী - ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষু রাততম্॥ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ॥

প্রণাম - ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শ্রীরুদ্রের পূজা॥

শ্রীরুদ্রের ধ্যান॥ ওঁ মুক্তা পীত পয়োদ মৌক্তিক জবা বর্ণৈর্ম্মুখৈঃ পঞ্চতি স্ত্র্যক্ষৈ রঞ্চিত মীশ মিন্দু মুকুটং পূর্ণেন্দু কোটি প্রভম্। শূল টঙ্ক কৃপা বজ্র দহনান্নাগেন্দ্র ঘণ্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতি হরং দধানমমিতা কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥

পূজা মন্ত্র॥ ওঁ হৌঁ রুদ্রায় নমঃ॥

প্রণাম - নমঃ শিবায় ইত্যাদি॥

প্রেত জগৎ হইতে কোন আত্মাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না বা করিতে পারেন না। ইহার কারণ প্রেতাত্মাগণ সুখ এবং শান্তি জগৎ হইতে অনেক দূরে। জন্ম গ্রহণ, বিষ্ণু জগৎ বা সুখ জগৎ এবং শিব জগৎ বা শান্তি জগৎ হইতে সাধিত হয়। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গগণের প্রেত শরীর খুব কম সময় থাকে। রাত্রে তাহাদের নিদ্রার স্মৃতি মনে জাগিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু বা শিব স্তরে প্রবেশ করে। পুরুষ ও নারীর মিলন যখন চরম স্থানে আসে এবং সুখে উভয়ের "অহং" যখন এক রেখায় আসে তখন সৃষ্টি সম্ভব হয়। স্ত্রী ও পুরুষ মিলন অত্যন্ত উন্নত স্তরের সুখ সংস্পর্শের ঘটনা। ইহাতে দুইজনেরই সুখ নাড়ী ও শান্তি প্রবাহিত নাড়ী যুগপৎ একই ছন্দে স্পন্দিত হয়। সেই সময় জীবের মন স্বর্গ হইতে উন্নত সুখ ও শান্তি জগতে প্রবেশ করে। প্রশ্ন হইতে পারে, স্বর্গ কোথায়? আমরা বলি, সূর্য্য স্তরের বোধ (প্রেম বোধ) জগতের সঙ্গে উহার সম্বন্ধ। সেইরূপ সুখ জগৎ নিশ্চয়ই আছে। তবে সেটা স্থূল মাটি জল এবং বায়ুর উপাদানে প্রস্তুত কোন গ্রহ বা নক্ষত্র হইতেই পারে না।

পঞ্চ দেবতার ধ্যান, পূজা এবং বিষ্ণু এবং রুদ্র দেবতার সংস্পর্শ লাভ করিবার পর শ্রাদ্ধকারী পিতৃ পূজা ও শ্রাদ্ধ কার্যে ব্রতী হইবেন। পঞ্চ উপচারে বিষ্ণু এবং রুদ্রের পূজার পর শ্রাদ্ধ কার্যে ব্রতী হইবেন। শ্রাদ্ধ কার্য হইয়া যাইবার পর রুদ্র যজ্ঞ ও বিষ্ণুর যজ্ঞ হইবে। সেই যজ্ঞই শ্রাদ্ধ কর্ম্মের শেষ অনুষ্ঠান। পরে বলা যাইতেছে।

শ্রাদ্ধ কার্য আরম্ভ

এ কার্য্য পূর্ব্ব মুখে করিতে হইবে। পূর্ব্ব মুখে বসিয়া

(১) আসন গ্রহণ ও ব্রহ্ম নাড়ী স্মরণ করিয়া প্রণাম॥

(২) পঞ্চ শুদ্ধি মন্ত্র স্মরণ ও গায়ত্রী স্মরণ॥ শ্রাদ্ধের প্রতিটী কার্য্যই পঞ্চ শুদ্ধি মন্ত্র স্মরণ করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। পূর্ব্বেই ইহা বলা হইয়াছে।

চতুর্দ্দা শান্তি

প্রদীপ জ্বালিয়া চতুর্দ্দা শান্তির কার্য্য আরম্ভ করিবে। চারিটী কলার খুলী রাখিবে। প্রত্যেক খুলিতে জল, পান, তীল ও কুশ দিবে, ১ম খুলিতে হাত দিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে এবং ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজম্। হোতারং রত্ন ধাতমম্॥ আবার গায়ত্রী পাঠ করিবে। এই মন্ত্রে নিজের মাথায়, উপস্থিত অন্যান্য গণের মাথায় এবং চারিদিকে কুশ দ্বারা জল প্রোক্ষণ করিবে। ইহাই প্রথম শান্তি। ২য় খুলিতে হাত

দিবে। গায়ত্রী পাঠ। ওঁ ইষে তোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা। প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ পুনঃ গায়ত্রী পাঠ। এই জলে নিজের মাথায় ও উপস্থিত সকলের মস্তকে ও চারিদিকে জল প্রোক্ষণ করিবে। ইহাই দ্বিতীয় শান্তি॥ ৩য় খোলিতে হাত দিবে। গায়ত্রী পাঠ। ওঁ অগ্ন আয়হি বীতয়ে গৃণাণো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ পুনঃ গায়ত্রী পাঠ এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জল প্রোক্ষণ॥ ৪র্থ খোলিতে হাত দিবে। গায়ত্রী পাঠ। ওঁ শন্নো দেবী রভিষ্ঠয়ে, শন্নো ভবতু পীতয়ে, শং ঘোরভিশ্রবন্তু নঃ। পুনঃ গায়ত্রী পাঠ॥ এবং জল প্রোক্ষণ॥ ইহাই চতুর্দ্ধা শান্তি, ইহার পর বামদেব্য গান করিতে হইবে।

বাম দেব্য গান

যাঁহারা বেদ গানে অসক্ত তাঁহারা বাম দেব্য ঋক্ তিনবার পাঠ করিবেন। বাম দেব্য গান চতুর্দ্ধা শান্তিরই অঙ্গ। চতুর্দ্ধা শান্তি মন্ত্রে চারটি বেদের প্রথম চারটি মন্ত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রাদ্ধ শান্তি সবই বেদ বাদীয় ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তপস্যা ও জ্ঞানের অনুশীলন এবং অসুর নাশই বেদ বাদীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি। শ্রাদ্ধের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তিবাদ মূলক। জোড় হস্তে পাঠ্য -

ওঁ বাম দেব্য মন্ত্রস্য মহাবাম দেব্য ঋষিঃ বিরাড গায়ত্রী ছন্দো ইন্দো দেবতা শান্তি কর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদা বুধঃ সখা কয়া শছিষ্ঠয়া বৃতা ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু।

সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যূতয়ে। ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বিশ্বশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি ন স্তাক্ষ্যো অরিষ্ট নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥ দ্যৌ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ আপঃ শান্তিঃ ওষধয়ঃ শান্তি শান্তিরেব শান্তিঃ। (সর্ব্বত্র মন্ত্রের আদ্যান্তে প্রণব যোগ করিয়া পাঠ করিবেন)

শ্রাদ্ধ দিনে বাম দেব্য গান হইবার পর, নীর ক্ষীর অনুষ্ঠান হইতে উল্কাদান প্রয়োগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লিখিত সব অনুষ্ঠান হইবে। শ্রাদ্ধ দিনের উল্কাদান যজ্ঞানুষ্ঠানের শেষে করিতে হইবে। পুরকপিণ্ড, নীরক্ষীর, পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য খাদ্যদান হইবার পর পিতৃ পুরুষের পিণ্ড দান।

পিতৃ পুরুষের পিণ্ডদান

পিতৃ পুরুষের পিণ্ডেও পুরক পিণ্ড দানের নিয়মে ফুল, রেশম সূত্র, তীল, যব, তুলসী ও কুশ দিবেন। পিতৃ পুরুষের পিণ্ডদানে, সুবিধা থাকিলে কলা গাছের খোলী ব্যবহার করিবেন। অথবা কুশের উপরও পিণ্ড দিতে পারিবেন। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এই তিন জনের একটি করিয়া পিণ্ড সাজাইয়া লইবেন। মাতা মাতামহী প্রমাতামহী* এই তিন জনের জন্য একটি খোলী। প্রতি খোলীতে তিনটি করিয়া পিণ্ড সাজাইবেন। মাতামহী, প্রমাতামহী এই দুই জনের দুইটী খোলী। প্রতি খোলীতে ৩টী করিয়া পিণ্ড সাজাইবেন। ইহা ভিন্নও কয়েকটী খোলীতে তিনটী খোলীতে তিনটী করিয়া পিণ্ড সাজাইয়া লইবেন, সন্তান হীন মাতুল, জ্যেষ্ঠ তাত খুল্লতাত, ভ্রাতা বা অন্যান্য নিকট বা দূরস্থ নিঃসন্তান বা

* প্রকাশকের নিবেদন - সংশোধন প্রয়োজন।

দূরস্থ আত্মীয়গণের জন্যও পিণ্ডদান করিবেন। পরলোকগত যে কোন আত্মীয়ের জন্য পিণ্ডদান করা যাইবে। পিণ্ডের সংখ্যা অধিক হইলে বেশী ও বিস্তার করিয়া কুশ বিছাইয়া লইবেন। এবং একটি তালিকা করিয়া লইবেন, এই সব পিণ্ড এক একটি করিয়া দিলেই চলিবে। প্রত্যেকটি পিণ্ড সঙ্গে মনে মনে ইহাই লক্ষ্য থাকিবে যেন তাঁহারা দুর্ব্বল ও অস্থরবাদী না হইয়া শক্তিবাদের মনোবেগ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। গোত্র নাম করিয়া পিণ্ড দান করা যায়। গোত্র, নাম ভিন্ন আত্মার ভাবে স্মরণ করিয়া পিণ্ড দেওয়া যায়। অথবা অন্য কোন জ্ঞাত লোকের যে কোন আত্মীয়গণকে স্মরণ করিয়াও পিণ্ড দেওয়া যায়। পিণ্ড দান করিয়া মনে আশ্চর্য জনক ভাবে তৃপ্তি ও শান্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। বদ্রী নারায়ণ তীর্থে আমি প্রায় ১৫০ জন পরলোক গতের নাম তালিকা ভুক্ত করিয়া ছিলাম এবং শেষ রাত্রিতে ঊষাকালের সংলগ্ন সময়ে প্রত্যেককে স্মরণ করিয়া একটি একটি পিণ্ড দান করিয়াছিলাম। পিণ্ড দানের পর আমার মনে যে তৃপ্তি ও শান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেই স্মৃতি আজও আমার অন্তর স্পষ্ট ধরিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক এখন পিতৃ পুরুষের পিণ্ড দান সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। প্রত্যেককে তিনটি করিয়া পিণ্ড দিবেন এবং তিনটি করিয়া তর্পণ দিবেন।

ওঁ অমুক গোত্র পিতা অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা তিনবার।
ওঁ অমুক গোত্র পিতা অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা তিনবার।
ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা তিনবার।
ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা তিনবার।
ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা তিনবার।
ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা তিনবার।
ওঁ অমুক গোত্র মাতা অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা তিনবার।
ওঁ অমুক গোত্র মাতা অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা তিনবার।
ওঁ অমুক গোত্র মাতামহী অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা তিনবার।
ওঁ অমুক গোত্র মাতামহী অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা তিনবার।
খুল্লতাত অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা ৩ বার।
খুল্লতাত অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা ৩ বার।
জ্যেষ্ঠতাত অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা ৩ বার।
জ্যেষ্ঠতাত অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা ৩ বার।
খুল্লাতাত অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা ৩ বার।
খুল্লাতাত অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা ৩ বার।
জ্যেষ্ঠমাতা অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা ৩ বার।
জ্যেষ্ঠমাতা অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা ৩ বার।
খুল্লমাতা অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা ৩ বার।
খুল্লমাতা অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা ৩ বার।
মাতুল অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা ৩ বার।
মাতুল অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা ৩ বার।
মাতুলানী অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা ৩ বার।

মাতুলানী অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা ৩ বার।
বিমাতা অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা ৩ বার।
বিমাতা অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা ৩ বার।
ভ্রাতা অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা ৩ বার।
ভ্রাতা অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা ৩ বার।
ভগ্নী অমুক এতদ্ পিণ্ডং স্বধা ৩ বার।
ভগ্নী অমুক এতদ্ তর্পণং স্বধা ৩ বার।

এইভাবে পিণ্ডদান হইবার পর আসন বিছাইয়া পিতৃ পুরুষকে খাদ্যদান করিবেন। অন্ন, ব্যঞ্জন দিবেন ও পিতৃপ্রণাম করিবেন। এবং মধু মন্ত্র বলিয়া ধূপ আরতি দিবেন।

পিতৃ প্রণাম॥ ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপণ্যে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

যম রাজাকে প্রণাম॥ ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ বৈবস্বতায় চ কালায় সর্ব্বভূত ক্ষমায় চ॥ ঔডুম্বরায় চ দধ্নায় নীলায় পরমেষ্টিনে। বৃকোদরায় চ চিত্রায় চিত্র গুপ্তায় বৈ নমঃ॥

এইভাবে প্রণাম করিয়া একটি একটি করিয়া পিণ্ডগুলিতে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাইবে। ওঁ গয়া গঙ্গা গদাধর হরিঃ॥ হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলীতে পঞ্চ তত্ত্ব প্রবাহিত হয়। কনিষ্ঠাতে ক্ষিতি, অনামিকাতে অপ্, মধ্যমাতে অগ্নি, তর্জ্জনীতে বায়ু, অঙ্গুষ্ঠতে আকাশ। আকাশ তত্ত্বই ঈশ্বর হরি বা ব্রহ্ম তত্ত্বের প্রতীক। পিণ্ড গুলিকে আকাশ বা ব্রহ্মতত্ত্বে অর্পণই এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। গীতায় ব্রহ্মার্পণ শ্লোক দ্রষ্টব্য। খাদ্য ও পানীয় জলাদি দিবেন। এতদ্ ভোজনং দ্রব্যং ওঁ পিতৃ পুরুষেভ্যঃ স্বধা॥ পরলোকগত ব্যক্তিকে ভোজ্য দ্রব্য ও দাতব্য বস্তুগুলি সাজাইয়া রাখিবেন ও এই সময় স্বধা মন্ত্রে নিবেদন করিবেন। গন্ধ দ্রব্য ছিটাইয়া দিবেন। শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া যথাযথ মন্ত্রে ধূপ দীপ আরত্রিক বিধানে নিবেদন করিবেন। এবং মধু মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন - ওঁ মধুবাত রিতায়তে ইত্যাদি তিনবার পাঠ করিবেন। শ্রাদ্ধ দিবসের উল্কাদান প্রয়োগ যজ্ঞের পর দিবেন।

রুদ্র যজ্ঞ

যজ্ঞের বেদী রচনা॥ যজ্ঞবেদী যে ভাবে প্রস্তুত হয় সেটা পাঠক শক্তিবাদ মঠের যজ্ঞ কুণ্ড দেখিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন। যজ্ঞ সাধারণতঃ স্থণ্ডিলেই করা হয়। যজ্ঞ বেদী প্রস্তুত করিয়া পূরক পিণ্ড বেদীর মতন লম্বা চওড়াতে সোয়া হাত পরিমাণে হইলেই চলিবে, বেদী প্রস্তুত করিয়া মণ্ডল রচনা করিতে হইবে। বেদী মধ্যস্থল বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ষট্ কোণ বাহিরে একটি বৃত্ত। বৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া অষ্টদল কমল। কমলের চারিদিকে চারটি রেখায় চতুষ্কোণ মণ্ডল, চতুষ্কোণের চারিদিকে চারিদ্বার, চারিদ্বারের চারিদিকে চারিটি রেখায় মণ্ডলের শেষ সীমা অঙ্কন। চারিটি রেখার পর আরও চারিটি রেখা। ইহার পর আরও চারিটি রেখা অঙ্কন করিতে হইবে। এই সীমা রেখা, পশ্চিম দিকে, রেখা তিনটির সীমার মধ্যে একটা ত্রিকোণ ঊর্দ্ধমুখী রচনা করিবেন। এই

ত্রিকোণের মধ্যে যজ্ঞের ঘৃতপাত্র রাখা হয়। এইরূপ স্থণ্ডিলকে যোনি কুণ্ড স্থণ্ডিল বলা হয়।

মণ্ডল নিরীক্ষণ॥ ওঁ রুদ্র দেবতা স্থণ্ডিলায় নমঃ (অন্য দেবতার মণ্ডল হইলে সেই দেবতার নাম বলিতে হইবে)॥ তাড়ণ ফট্॥ অবগুণ্ঠন হূঁ॥ স্থণ্ডিল পূজা ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হৌঁ রুদ্র দেবতা স্থণ্ডিলায় নমঃ॥ প্রাগাগ্রেষু (যন্ত্র মধ্যস্থিত পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে লম্বা রেখার অগ্রভাগে) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ॥ ওঁ পুরন্দরায় নমঃ॥ ওঁ ঈশানায় নমঃ॥ উদিচাগ্রেষু - ব্রহ্মণে নমঃ॥ ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ॥ ওঁ ইন্দবে নমঃ॥ পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি নৈসর্গিক গতি আছে। উহার একটি সূর্য্যের দিকে অন্যটি ধ্রুবের দিকে প্রবাহিত আছে। এই দুইটি গতি শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সাধকের যজ্ঞ স্থণ্ডিল অবস্থিত। এইরূপ ভাবিয়া যজ্ঞ করিলে যজ্ঞ শক্তিশালী হয়।

আধার শক্তির পূজা॥ (এতে গন্ধ পুষ্পে) ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ॥ ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ॥ (এইভাবে পূর্ব্বে ওঁ পরে নমঃ যোগ করিয়া) কূর্ম্মায়॥ অনন্তায়॥ পৃথিব্যৈ॥ সুধাম্বুধায়॥ মণি দ্বীপায়॥ চিন্তামণি গুহায়॥ শ্মশানায়॥ পারিজাতায়॥ কল্পবৃক্ষায়॥ মণিবেদিকায়ৈ॥ রত্ন সিংহাসনায়॥ মণি পীঠায়॥ (চতুর্দ্দিক্ষু) মুনিভ্যো, দেবেভ্যো, (বহু মাংসাস্থি মোদমান শিবাভ্যো, চিতাঙ্গরাস্থিভ্যো, শবমুণ্ডেভ্যো)॥ ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়॥ অং অনন্তায়, পং পদ্মায়, আনন্দকন্দায়, সম্বিন্নালায়, প্রকৃতিময় পত্রেভ্যো বিকারময় কেশরভ্যো, তত্ত্বময় কণিকায়ৈ, অং অর্ক মণ্ডলায় দ্বাদশ কলাভ্যো, উং সোম মণ্ডলায় ষোড়শ কলাভ্যো, মং বহ্নি মণ্ডলায় দশ কলাভ্যো॥ সং সত্ত্বয়ে, রং রজসে, তং তমসে॥ আত্মণে, অন্তরাত্মনে, পরমাত্মনে॥ ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥

ইহার পর যন্ত্রের (পূর্ব্ব দলে) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ পীতায়ৈ নমঃ॥ (অগ্নি কোণে) শ্বেতায়ৈ (দক্ষিণে) অরুণায়ৈ (নৈঋতে) কৃষ্ণায়ৈ (পশ্চিমে) ধূম্রায়ৈ (বায়ুকোণে) তীব্রায়ৈ (উত্তরে) স্ফুলিঙ্গিন্যৈ (ঈশানকোণে) রুচিরায়ৈ (মধ্যে) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বহ্ন্যাসনায় নমঃ॥

বাগীশ্বরী ধ্যান॥ ওঁ বাগীশ্বরী মৃতুস্নাতাংনীলেন্দিবর সন্নিভাম্। বাগীশ্বরের সংযুক্তাং ক্রিয়াভাব সমন্বিতাম্॥ মানস পূজা, পুনঃধ্যান করিয়া বাহ্যপূজা। পরে যন্ত্রের মধ্য স্থলে বাগীশ্বরীর ধ্যান করিয়া বহ্নিপীঠে বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর পঞ্চোপচারে পূজা॥ ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্যৈ নমঃ। ওঁ হৌঁ বাগীশ্বরায় নমঃ॥

অগ্নি গ্রহণ॥ প্রথম একটি দীপ জ্বালাইবে। সেই দীপ হইতে আরও একটী দীপ জ্বালাইবে। ২য় দীপ হইতে আরও একটি দীপ জ্বালাইবে। ৩য় দীপ হইতে আরও একটি দীপ জ্বালাইবে। ৪র্থ দীপ হইতে অগ্নি জ্বালাইয়া সেই অগ্নি হইতে একটু জ্বলন্ত অগ্নির রাক্ষসাংশ ত্যাগ করিয়া (রাক্ষস অংশ ত্যাগ মন্ত্র- ওঁ হূঁ ক্রব্যাদিভ্যো স্বাহা) নৈঋত কোণে নিক্ষেপ করিবে। অগ্নির শুদ্ধ অংশ যত্নে রক্ষা করিবে এবং বহ্নে যোগ পীঠের অর্চ্চনা করিবে॥ যথা - (মধ্যে) ওঁ বহ্নে র্যোগ পীঠায় নমঃ॥ (ইহার চারিদিকে) পূর্ব্বে - ওঁ বামায়ৈ নমঃ। দক্ষিণে - ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ। পশ্চিমে - ওঁ রুদ্রায়ৈ নমঃ। উত্তরে - ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ॥ (মধ্যে) রুদ্রাগ্নি দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ॥ এইভাবে বহ্নি পীঠের অর্চ্চনা করিয়া অগ্নিশুদ্ধি করিবেন, যথা - ফট্ মন্ত্রে নিরীক্ষণ। বেষ্টন বা অবগুণ্ঠন হূঁ। ধেনু মুদ্রায় অমৃত করণ বং॥ পরে দুই হস্তে শুদ্ধ অগ্নিকে তুলিয়া স্থণ্ডিলে তিনবার ঘুরাইয়া,

নিজের জানুদ্বয় আসনে সংলগ্ন করিয়া অগ্নিকে রুদ্র বীজ মনে করিয়া অগ্নিকে নিজের দিকে আনিয়া স্থণ্ডিল কেন্দ্রে নিক্ষেপ করিবেন॥ স্থণ্ডিলস্থিত অগ্নির পূজা - এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ রং বহ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ। (একটু ঘী দান করিয়া) ওঁ রং বহ্নি চৈতন্যায় নমঃ। প্রজ্জ্বালন - ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্ব জ্ঞাপায় স্বাহা॥ জ্বালিনী মুদ্রা প্রদর্শন॥

অগ্নিস্তুতি (কৃতাঞ্জলী)॥ ওঁ অগ্নিং প্রজ্জ্বালিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। স্বর্ণবর্ণমমলং সম্বিদ্ধং সর্ব্বতোমুখং। ওঁ অগ্নে ত্বং রুদ্রনামাসি॥ রুদ্র নামাগ্নি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব, তত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণো॥ (পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন)॥ ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা॥ তিনবার আহুতি॥ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বৈশ্বানরায় নমঃ॥ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ রুদ্রাগ্নয়ে নমঃ॥

ওঁ বহ্নে হিরণ্যাদি সপ্ত জিহ্বাভ্যো নমঃ। (হিরণ্যায়ৈ কনকায়ৈ রক্তায়ৈ স্বকৃষ্ণায়ৈ স্বপ্রভায়ৈ বহুরূপায়ৈ)॥ হৃদয়াদি অগ্নি ষড়ঙ্গের পূজা - ওঁ সহস্রার্চ্চিসে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ স্বস্তি পূর্ণায় শিরসে স্বাহা। ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষায় শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধূম ব্যাপিনে কবচায় হূঁ। ওঁ সপ্ত জিহ্বায় নেত্র ত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফট্॥

ওঁ বহ্নে জাতবেদাসি অষ্ট মূর্ত্তিভ্যো নমঃ॥ (পূর্ব্বে) এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ অগ্নয়ে জাত বেদসে নমঃ॥ (অগ্নিকোণে) অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ॥ (দক্ষিণে) ওঁ অগ্নয়ে হব্য বাহনায় নমঃ॥ (নৈঋতে) ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ॥ (পশ্চিমে) ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ॥ (বায়ুকোণে) ওঁ অগ্নয়ে কৌমার তেজসে নমঃ॥ (উত্তরে) ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ॥ (ঈশানকোণে) ওঁ অগ্নয়ে দেব মুখায় নমঃ॥

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মাদি অষ্টশক্তিভ্যো নমঃ॥ (ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী, নৃসিংহী)॥

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ॥ (ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের. ঈশ, অনন্ত, ব্রহ্মা)॥ ওঁ বজ্রাদি অস্ত্রেভ্যো নমঃ॥

প্রাদেশ পরিমিত কুশপত্রদ্বারা ঘৃতকে তিন ভাগ কল্পনা করিয়া ইরা (বাম), পিঙ্গলা (দক্ষিণ) ও সুষুম্না (মধ্য) ধ্যান করিবে। পিঙ্গলা হইতে ঘী লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা (দক্ষিণ নেত্রে হোম), ওঁ সোমায় স্বাহা (বাম নেত্রে হোম), ওঁ অগ্নি সোমাভ্যাম্ স্বাহা (অগ্নির মধ্য নেত্রে হোম)। পুনঃ দক্ষিণ হইতে ওঁ নমঃ মন্ত্রে ঘী লইয়া ''ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা'' অগ্নির মুখে বা জিহ্বায় আহুতি দান। ব্যাহৃতি ও মহাব্যাহৃতি হোম। ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥

ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ মহঃ স্বাহা, ওঁ জনঃ স্বাহা, ওঁ তপঃ স্বাহা, ওঁ সত্যং স্বাহা॥

প্রাণাদি তত্ত্ব হোম॥ পঞ্চমহাভূতঃ গন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্রা। পাণি পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়॥ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহং-আত্মা; ইহারা পঞ্চ বিংশতি (২৫) তত্ত্ব হোম। ওঁ হৌঁ স্বাহা, এই রুদ্রবীজ মন্ত্রে ২৫টী আহুতি দিবেন।

বহ্নি দেবতা এবং আত্মা এক, ইহা ভাবিয়া ১১টি আরতি ''ওঁ হৌঁ রুদ্রায় স্বাহা'' মন্ত্রে দিতে হইবে।

বিরজা হোমের জন্য ৭টি বিশেষ মন্ত্রে আহুতি দিবার বিধান আছে। সেই সব মন্ত্রগুলি এই পুস্তকের ফুটনোটে দেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণকালে সেই সব মন্ত্রের আহুতি হইয়া থাকে। সন্ন্যাস ভিন্ন অন্য কোন যজ্ঞে ঐসব মন্ত্রের প্রয়োগ হয় না। বিরজা বা সন্ন্যাস যজ্ঞে যজ্ঞসূত্র ও শিখাহুতির বিধান আছে। ওঁ ঐঁ ক্লীঁ হূঁ মন্ত্রে শিখা ও যজ্ঞসূত্র উন্মোচন করিতে হয়। এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়।

ওঁ ব্রহ্মসূত্র নমস্তে ঽস্তু নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে।
নবদেব স্বরূপায় নবগুণ যূতায় চ॥
ত্রিদণ্ডি রূপিণে তূভ্যং নমো নিত্য স্বরূপিণে।
ত্রিধভূতায় নবভিঃ সূত্রৈ স্তুভ্যম নমো নমঃ॥
রক্ষিতবাংশ্চমাং নিত্যং স্কন্ধদেশে বিরাজিত।
নিরন্তরং ত্বয়া চাহং চালিতো ব্রহ্মবর্ত্মনি। স্বাহা॥

দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, তারা, ত্রিপুরা, সরস্বতী প্রভৃতি শক্তি হোমে - ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চলঃ॥ শশ স্তশ্বকঃ স্বভদ্রিকাং কম্পিল্যবাসিনীং স্বাহা॥ এ মন্ত্রের সঙ্গে দেবীর বীজমন্ত্র যোগ করিয়া আহুতি দিতে হয়। কোন দেবতার হোমে অগ্নির যেরূপ নামকরণ করা হয় সে সব নির্দ্দেশ সেই সব দেবতার পূজা বিধিতে পাওয়া যাইবে। দশবিধ সংস্কার 'হোমের নামকরণ' শক্তিশালী সমাজ গ্রন্থে বলা হইয়াছে। দুর্গা পূজাদি মহাপূজার যজ্ঞে 'বরদা' নামকরণ করিতে হয়।

নবগ্রহ হোমে অগ্নির নাম করণে ''নবগ্রহ নামাগ্নি হইবে।'' এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের আহুতি কালে সেই সেই গ্রহদেবতার নামকরণ করিয়া আহুতি দিতে হইবে।

অগ্নির দশবিধ সংস্কার সম্পাদনার্থ একটি আহুতি দিবেন। ওঁ অগ্নে র্দশবিধ সংস্কারং সম্পাদয়ামি স্বাহা।

শ্রীরুদ্র দেবতার বিশেষ আহুতির সংকল্প

এভাবে অগ্নিকে পূর্ণ আত্মীরূপে সংস্কার করিবার পর বিশেষ আহুতির জন্য সংকল্প করিতে হইবে। যথা - ওঁ বিষ্ণু রোঁ তৎ সৎ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য পরলোকগত অমুকস্য জ্ঞান শান্তি তথা সুখ প্রাপ্তি কামঃ শ্রীরুদ্রদেবতা প্রীত্যর্থং যজু র্বেদোক্ত ওঁ নমস্তে রুদ্র ইত্যাদি মন্ত্রৈঃ সহ ওঁ হৌঁ রুদ্রায় স্বাহা ইতি মন্ত্রং সংযুয্য হোমমহং করিষ্যে। (এখানে মোট ৬৬টি মন্ত্র আছে। প্রত্যেকটি মন্ত্র স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া ''ওঁ হৌঁ রুদ্রায় স্বাহা'' বলিয়া ধীরে ধীরে আহুতি দিবেন।)

ওঁ নমস্তে রুদ্র নস্যব তোত উইষুবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ॥ ১॥

যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাপাপকাশিনী। তয়া স্তনন্বা শন্ত ময়া গিরিশন্তাভি চাকশীহি॥ ২॥

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্য্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরুমা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥ ৩॥

শিবেন রচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি। যথা নঃ সর্ব্বমিচ্ছগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ॥ ৪॥

অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীংশ্চ সর্ব্বান্ জম্ভয়ন্ সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যো ঽধরাচীঃ পরাস্থব॥ ৫॥

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ স্থমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষুশ্রিতাঃ সহাশ্রহবৈষাং হেড ঈমহে॥ ৬॥

তসৌ যোঽব সর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্নদহার্য্যঃ সদৃষ্টো মৃলয়াতি নঃ॥ ৭॥

নমোঽস্তু নলীগ্রীবায় সহশ্রাক্ষায় মীঢুষে। অথো যে অস্য সত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ॥ ৮॥

প্রমুঞ্চ ধন্বন স্তমুভয়োরাত্নোর্জ্জ্যাম্। যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বাপ॥ ৯॥

বিজ্যং ধনুঃ কপর্দ্দিনো বিশল্যো বাণবা উত। অনেশন্নস্য যা ইষব আভূরস্য নিষঙ্গধিঃ॥ ১০॥

পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তূ বিশংবতঃ। অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মন্নিধেহি তম্॥ ১১॥

যা তে হেতির্মীঢুষ্টম হস্তে বভুব তে ধনুঃ। তয়াস্মান্ বিতস্ত্বযক্ষয়া পরিভুজ॥ ১২॥

অবতত্য ধনুষ্টং সহস্রাক্ষ শতেষুধে। নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ স্থমনা ভব॥ ১৩॥

নমস্তে আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে। উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে॥ ১৪॥

মা নো মহান্ত মুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্নো রুদ্র রীরিষঃ॥ ১৫॥

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে॥ ১৬॥

ওঁ নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে দিশাঞ্চ পতয়ে নমো নমঃ বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভঃ পশূনাং পতয়ে নমো নমঃ। শস্পিঞ্জরায় ত্বিষীমহে পথীনাং পতয়ে নমো নমো হরিকেশায়োপবীতিনে পুষ্টানাস্পতয়ে নমঃ॥ ১৭॥

নমো বভ লুশায় ব্যাধিনেঽন্নানাস্পতয়ে নমো নমো ভবস্য হেত্যৈ জগতাস্পয়ে নমো নমো রুদ্রায়াততায়িনে ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমো নমঃ সূতায়াহন্ত্যৈ বনানাং পতয়ে নমঃ॥ ১৮॥

নমো রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো ভুবন্তয়ে বারিবঙ্কৃতায়ৌষধীনাং পতয়ে নমো নমো মন্ত্রিণে বাণিজায় কক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে পত্তীনাং পতয়ে নমঃ॥ ১৯॥

নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে সত্বনাং পতয়ে নমো নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন অব্যধিনীনাং পতয়ে নমো নমো নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাং পতয়ে নমো নমো নি চেরবে পরিচরয়ারণ্যানাং পতয়ে নমঃ॥ ২০॥

নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তয়ুনাং পতয়ে নমো নমো নিযঙ্গিণ ঈষুধিমতে তস্করাণাং পতয়ে নমো নমঃ সৃকায়িভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাং পতয়ে নমো নমো ঽসিমদ্ভ্যো নক্তঞ্চরদ্ভ্যো বিকৃন্তামাং পতয়ে নমঃ॥ ২১॥

ওঁ মম উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাং পতয়ে নমো নমঃ ইষুমদ্ভ্যো ধন্বারিভ্যশ্চ বো নমো নমো আতন্বানেভ্যঃ প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো নম আষচ্ছদ্ভ্যেঽস্যদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ॥ ২২॥

নমো বিসৃজদ্ভ্যো বিধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমঃ স্বপদ্ভ্যো জাগ্রদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ নমঃ শয়ানেভ্য অসীনেভ্যশ্চ বো নমোস্তিষ্ঠদ্ভ্যো ধাবদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ॥ ২৩॥

নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো নমোঽশ্বেভ্যোঽশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো নম অব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো নমো উগণাভ্যস্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমঃ॥ ২৪॥

নমো গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চবো নমো নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো বিরূপেভ্যশ্চ বে নমোঃ॥ ২৫॥

নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানীভ্যশ্চ বো নমো নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো নমো ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগ্রহীতৃভ্যশ্চ বো নমো নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ॥ ২৬॥

ওঁ নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো বিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শ্বানিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ॥ ২৭॥

নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ নমঃ শর্ব্বায় চ পশুপতয়ে চ নমো নীলগ্রীবায় চ শিতিকণ্ঠায় চ॥ ২৮॥

নমঃ কপর্দ্দিনে চ ব্যপ্তকেশায় চ নমঃ সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ নমো গিরিশয়ায় চ শিপিবিষ্টায় চ নমো মীঢুষ্টমায় চেষুমতে চ॥ ২৯॥

নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ নমো বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ নমোঽগ্র্যায় চ প্রথমায় চ॥ ৩০॥

নম আশবে চাজিরায় চ নমঃ শীঘ্র্যায় চ শীভ্যায় চ নমঃ ঊর্ম্যায় চাবস্বন্যায় চ নমো নাদেয়ায় চ দ্বীপ্যায় চ॥ ৩১॥

ওঁ নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্ব্বজায় চাপরজায় চ নমো মধ্যমায় চাপগল্‌ভায় চ নমো জঘন্যায় চ বুধ্ন্যায় চ॥ ৩২॥

নমঃ সোভ্যায় চ প্রতিসর্য্যায় চ নমো যাম্যায় চ ক্ষেম্যায় চ নমঃ শ্লোক্যায় চাবসান্যায় চ নম উর্ব্বর্য্যায় চ খল্যায় চ॥ ৩৩॥

নমো বন্যায় চ কক্ষ্যায় চ নমঃ শ্রবায় চ প্রতিশ্রবায় চ নম আশুষেণায় চাশুরথায় চ নমঃ শবায় চাবভেদিনে চ॥ ৩৪॥

নমো বিল্মনে চ কবচিনে চ নমো বস্মিণে চ বরূথিনে চ নমঃ শ্রুতায চ শ্রুতসেনায় চ নমো দুন্দুভ্যায় চাঽহনন্যায় চ॥ ৩৫॥

নমো ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ নমো নিষঙ্গিণে চেষুধিমতে চ নমস্তীক্ষেবষবে চায়ুধিনে চ নমঃ স্বায়ুধায় চ সুধন্বনে চ॥ ৩৬॥

ওঁ নমঃ শ্রুত্যায় চ পথ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ নমঃ কুল্যায় চ সরস্যায় চ নমো নাদেয়্যয় চ বৈশন্তায় চ॥ ৩৭॥

ননঃ কূপ্যায় চাবট্যায় চ নমো বীধ্র্যায় চাতপ্যায় চ নমো মেঘ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ নমো বর্ষ্যায় চাবর্ষ্যায় চ॥ ৩৮॥

নমো বাত্যায় চ রেস্মায় চ নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ নমস্তাম্রায় চারুণায় চ॥ ৩৯॥

নমঃ সঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ নম উগ্রায় চ ভীমায় চ নমোঽগ্রে বধায় চ দূরে বর্ষায় চ নমো ঽন্ত্রে চ হনীয়সে চ নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যো নমস্তারায়॥ ৪০॥

ওঁ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্কারায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥ ৪১॥

ওঁ নমঃ পার্য্যায় চাবার্য্যায় চ নমঃ প্রতরণায় চোত্তরণায় চ নমস্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ নমঃ শল্প্যায় চ ফেন্যায় চ॥ ৪২॥

নমঃ সিকত্যায় চ প্রবহ্যায় চ নমঃ কিংশিলায় চ ক্ষরণায় চ নমঃ কপর্দ্দিনে চ পুলস্তয়ে চ নম ইরিণ্যাও চ প্রপথ্যায় চ॥ ৪৩॥

নমো ব্রজ্যায় গোষ্ঠ্যায় চ নমস্তল্প্যায় চ গেহ্যায় চ নমো হৃদয়ায় নিবেষ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ গহ্বরেষ্ঠ্যায় চ॥ ৪৪॥

নমঃ শুক্যায় চ হরিত্যায় চ নমঃ পাংসব্যায় চ রজস্যায় চ নমো ল্যোপ্যায় চোলপ্যায় চ নম উর্ব্ব্যায় চ সূর্ব্যায় চ॥ ৪৫॥

নমঃ পর্ণায় চ পর্ণদশায় চ নম উদগুরঙ্গাণায় চাভিঘ্নতে চ নম আখিদতে চ প্রখিদতে চ নম ইষুকৃদ্ভ্যো ধনুষ্কৃদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমো বঃ কিরিটেভ্যো দেবানাং হৃদয়েভ্যো নমো বিচিন্বৎকেভ্যো নমো বিক্ষিণৎকেভ্যো নম আনিহতেভ্যঃ॥ ৪৬॥

ওঁ দ্রাপে অন্ধসস্পদে দরিদ্র নীললোহিত। আসাং প্রজানামেষাং পশূনাং মা তের্ম্মা রোঙ্মো চ নঃ বিঞ্চ নামমৎ॥ ৪৭॥

ইমা রুদায় তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ। যথা সমসদ্দ্বিপদে চতুস্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্॥ ৪৮॥

যা তে রুদ্র শিবা তনুঃ শিবা বিশ্বাহা ভেষজী। শিবা রুতস্য ভেষজী তয়া নো মৃড় জীবসে॥ ৪৯॥

পরি নো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু পরি ত্বেষস্য দুর্মতিরঘায়োঃ। অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢু স্তোকায় তনয়ায় মৃড়॥ ৫০॥

মীঢুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব। পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি॥ ৫১॥

বিকিরিদ্র বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ। যাস্তে সহস্রং হেতয়োঽন্যমস্মন্নিবপন্তু তাঃ॥ ৫২॥

সহস্রাণি সহস্রশো বাহ্বোস্তব হেতয়ঃ। তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনো মুখা কৃধি॥ ৫৩॥

অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধি ভূম্যাম। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৪॥

অস্মিন্মহত্যর্ণবেঽন্তরীক্ষে ভবা অধি। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৫॥

নীলগ্রীবা শিতিকণ্ঠা দিবং রুদ্রা উপশ্রিতাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৬॥

নীলতীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শর্ব্বা অধঃ ক্ষমাচরাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৭॥

যে বৃক্ষেষু শল্পিঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ তেষাং সহস্রযোজনেঽচ ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৮॥

যে ভূতানামধিপতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দ্দিনঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৯॥

যে পথাং পথিরক্ষয় ঐলবৃদা আয়ুর্যুধঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৬০॥

যে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৬১॥

যেঽন্নেষু বিধিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৬২॥

য এতাবন্তশ্চ ভুয়াৎসশ্চ দিশো রুদ্রা বিতস্থিরে। তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি॥ ৬৩॥

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে দিবি যেষাং বর্ষমিষবঃ। তেভ্যো দশ প্রাচীর্দ্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দ্দশোদীচীর্দ্দশোর্দ্ধ্বাঃ তেভ্যা নমোঽস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভেদধ্মঃ॥ ৬৪॥

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যেঽন্তরীক্ষে যেষাং বাত ইষবঃ। তেভ্যা দশ প্রাচীর্দ্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দ্দশোদীচীর্দ্দশোর্দ্ধ্বাঃ। তেভ্যো নমোঽস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ॥ ৬৫॥

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেযামন্ননিষবঃ। তেভ্যো দশ প্রাচীর্দ্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দ্দশোদীচীর্গদ্দশোর্দ্ধ্বাঃ তেভ্যো নমোঽস্তু তে নোঽবন্তু তে নে মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ॥ ৬৬॥

রুদ্র দেবতার আহুতি হইবার পর পুরুষসূক্ত মন্ত্রে ১৬টি আহুতি দান করিবেন। প্রত্যেকটি মন্ত্র স্পষ্টভাবে বলিয়া ''ওঁ হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা'' মন্ত্রে আহুতি দিবেন।

পুরুষ সূক্তং মন্ত্রে আহুতির সংকল্প। ওঁ বিষ্ণো রোঁ তৎ সৎ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষৌ অমুক তিথৌ অমুক গোত্র পরলোকগত অমুকস্য জ্ঞান শান্তি ও স্বখলোক প্রাপ্তি কামঃ যজুর্বেদোক্ত পুরুষ সূক্ত মন্ত্রৈঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা প্রীত্যর্থং ষোড়শ সংখ্যক সাজ্য বিল্বপত্র হোমমহং করিষ্যে।

তত পুরুষসূক্তং জপেৎ। সহস্রশীর্ষেতি ষোড়শর্চস্য নারায়ণঋষিঃ পঞ্চদশর্চস্যানুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অন্ত্যস্য ত্রিষ্টুপছন্দো জগদ্বীজমজঃ পুরুষো দেবতা জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্টাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১॥

ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোঽতি॥ ২॥

ওঁ এতাবানস্য মতিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদেঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩॥

ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যহাভবৎ পুনঃ। ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি॥ ৪॥

ওঁ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ॥ ৫॥

ওঁ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূংস্তাংশ্চক্রে ব্যায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে॥ ৬॥

ওঁ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্মাদজায়ত॥ ৭॥

ওঁ তং স্বাদশ্বা অজাঅন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়॥ ৮॥

ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥ ৯॥

ওঁ যচ্ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহূ কিমুরু পাদা উচ্যেতে॥ ১০॥

ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ॥ ১১॥

ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত॥ ১২॥

ওঁ নাভ্য আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রস্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্॥ ১৩॥

ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং তীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১৪॥

ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধেয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্মন পুরুষং পশুম্॥ ১৫॥

ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যঃ সন্তি দেবাঃ॥ ১৬॥

আহুতির পর উপস্থিত আত্মীয় এবং জনতা ‘‘ওঁ হৌঁ রুদ্রায় স্বাহা’’ মন্ত্রে একটি বা তিনটি করিয়া আহুতি পরলোকগতের কল্যাণার্থে দিবেন।

দক্ষিণা॥ ওঁ বিষ্ণু রোঁ তৎ সৎ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষৌ অমুক তিথৌ পরলোকগত অমুকস্য কল্যাণার্থং কৃত এতদ্ হোম কর্ম্মণি দক্ষিণার্থং কাঞ্চনমূল্যা শ্রীরুদ্রদেবতায় অহং সম্প্রদদে।

পরলোকগতের আত্মার তৃপ্তি কামনায় সমবেত উপাসনা করিবেন। উপাসনার পর উল্কাদান করিবেন।

ইহার পর পরলোকগতের কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য গীতাপাঠ, উপনিষদ পাঠ এবং বিরাট পাঠ করিবেন। সকলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবেন। সেই দিনই পাঠ ও শ্রবণের অসুবিধা বা সময়ের সঙ্কীর্ণতা থাকিবে পর দিবস বা যে কোন দিবসেও পাঠ ও শ্রবণ করিতে পারিবে। শ্রাদ্ধকর্মে গীতা ও উপনিষদ দান এক বিশেষ উচ্চ স্তরের ধর্মানুষ্ঠান। সজ্জন ও ধার্ম্মিকগণকে শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ও উপনিষদ গ্রন্থ দান শক্তি অনুসারে করা

আবশ্যক। শ্রাদ্ধে স্বজাতি ও ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুগণকে অন্ন দান, বস্ত্র দান, দ্রব্য সবই দান করা যায়। সাধ্য ও শক্তি অনুসারে সকলেই ইহা করিতে পারিবেন। রুদ্রদেবতা এবং বিষ্ণুদেবতার যজ্ঞ ও আহুতি মন্ত্র আমরা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ বিধান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। বৃষ উৎসর্গ নিশ্চয়ই উচ্চস্তরের শ্রাদ্ধকর্ম কার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বৃষোৎসর্গ অসম্ভব। ম্লেচ্ছ ও যবনগণ ধর্মের ষাঁড়গুলিকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে। ইহা আমরা বহুস্থানে দেখিয়াছি। ইহা ধার্ম্মিকগণের নিকট পীড়াদায়ক ঘটনা এবং পাপের প্রশ্রয়। পূর্ব্বযুগে রাজা ও জমিদারদের গো রক্ষিত ছিল। ধর্মষাঁড়গুলির তত্ত্বাবধান সেখানেই হইত। এবং ইহারা প্রজনন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। গোদলের গাভীগুলিও প্রতিপালিত হয় না। এবং ঐসব পশুগণকে গোখাদক যবনগণকে বিক্রয় করা হয়। শ্রাদ্ধের খাট, চৌকী, বিছানা আদিগুলিও হীন স্তরের লোকের ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করা হয়। ইহাও দৃষ্টিকটু। পিতৃপুরুষের ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত কোথাও খট্টাঙ্গগুলি স্বর্গে যায় না। কাজেই শ্রাদ্ধে পিতৃপূজা, পিণ্ডদান, স্বজন ও সজ্জনকে অন্নদান ও জ্ঞান সম্পদ দানই (গীতা উপনিষদ দান) ঠিক ঠিক ধর্ম্ম সম্মত কার্য্য। শক্তিবাদীয় শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তনকালে পূজারীবাদীরা বেশ দলবদ্ধভাবে তর্ক-বিতর্ক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা কোন যুক্তিপূর্ণ বিচার দিতে সক্ষম হন নাই। যেটুকু ঠিক শ্রাদ্ধ সেটুকু বিধান শক্তিবাদ শ্রাদ্ধ যুক্ত।

আমরা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে প্রেত শব্দ ব্যবহার করি নাই। ইহার কারণ মৃত্যুর পর যাহাদের সংসারে কাহারও উপর বা সম্পত্তির উপর মোহ থাকে না তাহাদের প্রেতত্ব ২/১ দিনের মধ্যেই খণ্ডন হইয়া যায়। এবং তাহারা পিতৃলোক, দেবলোক, বিষ্ণুলোক বা রুদ্রলোক বা ব্রহ্মলোকে আশ্রয় লয়। পরলোকগত কোন সামান্য ব্যক্তিকে প্রেত বলা সঙ্গত কিনা সেটাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

মৃত্যুর পর পরলোকগত আত্মার শ্রদ্ধার জন্য শ্রাদ্ধ যতবার ইচ্ছা করা যায়। ঐহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, বাৎসরিক, তীর্থ শ্রাদ্ধ, গ্রহণ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনেক প্রকারের শ্রাদ্ধ হইতে পারে। পরলোকগত আত্মার অবস্থান কোথায় প্রেতলোক, পিতৃলোক, স্বর্গলোক বা অন্যত্র ইহা আমরা কেহই জানি না। এসব লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য আশ্বিন মাসে পিতৃপক্ষে তর্পণ ও শাস্ত্র পাঠ (গীতা উপনিষদ পাঠ) অনেকেই করেন। যাহাতে শ্রাদ্ধ তত্ত্ব সকলের পক্ষে সমান বোধগম্য ও করণীয় হয় এ জন্য বিশেষ বিশেষ পার্ব্বনকালে গঙ্গাঘাটে তীর্থস্থানে তর্পণ মন্ত্র, গীতা ও উপনিষদ পাঠ এবং গয়াতীর্থ পুস্তিকা পাঠের ব্যবস্থা মাইকের সাহায্যে হওয়া প্রয়োজন।

পূর্ণাহুতি॥ ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাদি কারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তাষু অবস্থাষু মনসা বাচা হস্তাভ্যাম্ পদাভ্যাম্ উদরেণ শীস্না তৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয় সকলং সম্যক শ্রীশ্রীরুদ্রদেবতা চরণ পঙ্কজে সমর্পয়ে ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা। ওঁ ব্রহ্মার্পণং অন্ত (তিন বার)॥

পিতৃপক্ষে মাতৃ পিতৃহীন গণ তর্পণ করিবেন। আমরা সামবেদীয় তর্পন বিধি এখানে দিলাম। তর্পন বিধিও আমরা সংক্ষেপে ও সর্ব্বজন করণীয় বিধিতে লিখিয়া দিলাম। তর্পন বিধি যাঁহারা অধিক বিধিযুক্ত ভাবে করিতে চাহেন তাঁহারা পঞ্জিকাতে দেখুন। গয়াতে বা যে কোন তীর্থস্থানে শ্রাদ্ধ কার্য্যে এইরূপ তীর্থে যাইয়া করিলে সেটা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক শ্রাদ্ধ হইবে জানিবেন। শ্রাদ্ধের শেষে উল্কাদান। (৩টী)

তর্পণ বিধি

তর্পণ দুই প্রকার, নিত্য ও স্নানাঙ্গ। স্নানের পর যে তর্পণ করা হয়, তাহা স্নানাঙ্গ, তদ্‌ভিন্ন অন্যকালে তর্পণ নিত্য। স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলে আর নিত্যতর্পণ করিতে হয় না, কিন্তু নিত্য তর্পণের পর তীর্থপ্রাপ্তি বা গ্রহণাদিযোগে স্নান করিবার পর পুনশ্চ স্নানাঙ্গ তর্পণ করিতে হয়। উপনীত দ্বিজাতি ও বিবাহিত শূদ্র পিতৃহীন হইলে (সপিণ্ডনের পর) তর্পণ করিবেন, দেহাশৌচে পিতৃতর্পণ নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রেততর্পণে সকলের সব সময় অধিকার আছে। বিধবা স্ত্রীলোক, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রের অভাবে স্বামী, শ্বশুর ও আর্য্য শ্বশুরের মাত্র তর্পণ করিবেন। ভিজা কাপড়ে জলে দাঁড়াইয়া ও শুষ্ক বস্ত্রে স্থলে বসিয়া এক পা জলে ও অপর পা স্থলে রাখিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে দুইবার আচমনপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে উপবীতী (বাম কাঁধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া) হইয়া দেবতর্পণ করিবেন।

দেবতর্পণ - যথা - ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাম্, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাম্, রুদ্রস্তৃপ্যতাম্ ওঁ প্রজাপতির্স্তৃপ্যতাম্ মন্ত্রে দেবতীর্থ (সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দুই হাতে এক এক অঞ্জলি জল দিবেন)। এইরূপে ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপৃ সরসোঽসুরাঃ ক্রুরাঃ সর্পা সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মেরতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া। মন্ত্রে আর এক অঞ্জলি জল দিবেন। পরে -

মনুষ্য তর্পণ - উত্তরমুখে (সামবেদী ব্রাহ্মণ পশ্চিমমুখে) নিবীতী হইয়া (গলায় মালার মত উপবীত রাখিয়া) কায়তীর্থে (অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল প্রদেশ দ্বারা কোলের দিকে) দুই দুই অঞ্জলি জল দিবেন। মন্ত্র যথা - ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখাস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

ঋষি তর্পণ - পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া দেবতীর্থে এক এক অঞ্জলি জল দেবেন। মন্ত্র যথা - ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাম্, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাম্, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাম্, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাম্, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাম্, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাম্, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাম্, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাম্, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাম্ দিব্য।

পিতৃ তর্পণ - দক্ষিণ মুখে দক্ষিণ হাটু তুলিয়া প্রাচীনাবীতী (ডান কাঁধে পৈতা ও উত্তরীয় রাখিয়া) হইয়া এক এক অঞ্জলি জল পিতৃতীর্থে (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মূল প্রদেশ দ্বারা) দিবেন। মন্ত্র যথা - ওঁ অগ্নিষ্যাতা পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎউদকং তেভ্যঃ স্বধা (তিল যোগ করিলে) সতিলোদকং, গঙ্গাজল হইলে সতিল গঙ্গোদকং বলিবেন, সতিল গঙ্গোদক ও চন্দন দ্বারা তর্পণ প্রশস্ত। এইরূপে ওঁ সৌম্যঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং বা উদকং অথবা সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ

হবিষ্মন্তঃ পিতর ইত্যাদি। ওঁ উষ্মাপাঃ ইত্যাদি। ওঁ সুকালিনঃ ইত্যাদি। ওঁ বহির্ষদঃ ইত্যাদি। ওঁ আজ্যপাঃ ইত্যাদি।

যম তর্পণ - পূর্ব্ববৎ দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া ও বাম হাটু মাটিতে পাতিয়া পিতৃতীর্থে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিনবার তিন অঞ্জলি জল দিবেন। ওঁ যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালার সর্ব্বভূতক্ষরায় চ। ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠীনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ। পরে পিতৃ আবাহন - কৃতাঞ্জলি হইয়া ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জ লিম্। পিতৃ তর্পণ - পূর্ব্ববৎ প্রাচীনাবীতী পাতিতবামজানু ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া পিতৃতীর্থে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহসহ, মাতা পিতামহী, প্রপিতামহীকে যথাক্রমে নিম্নোক্ত স্ব স্ব বেদীয় মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিনবার জলাঞ্জলি দেবেন।

গায়ত্রী

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

ব্রহ্মস্তোত্রম্

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ১
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ, ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্বিকল্পং॥ ২
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণীনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহাচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেশাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥ ৩
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপোঽবিনাশ্যহনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব জগৎ ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৪
তদেকং স্মরামঃ তদেকং ভজামঃ, তদেকং জগৎসাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানম্ নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫
পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

মহামন্ত্রম্

ওঁ তৎসৎ ওঁ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ। ওঁ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।
ওঁ সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম। ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।
ওঁ সত্যং জ্ঞানং অমৃতং ব্রহ্ম। ওঁ সত্যং জ্ঞানং অভয়ং ব্রহ্ম।
ওঁ অয়মাত্মা ব্রহ্ম। ওঁ প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম।

যাঁহারা সর্বদা কিছু জপ করিতে চান তাঁহারা ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ ‘‘ওঁ’’ জপ করিবেন।

শক্তিবাদ সূত্রম্

ওঁ শক্তিবাদং শরণং গচ্ছামি। ওঁ শক্তিঃ সৃষ্টিমূলম্। ওঁ শক্তিঃ স্থিতি মূলম্।
ওঁ শক্তিঃ সর্ব্ব মূলম্। ওঁ শক্তিঃ জ্ঞানবিজ্ঞান মূলম্। ওঁ শক্তিঃ দৈব-শক্তিমূলম্।
ওঁ শক্তিঃ গ্রহ নক্ষত্র মূলম্। ওঁ শক্তিঃ বিশ্বরূপ মূলম্। ওঁ শক্তিঃ জীবমূলম্।
ওঁ শক্তিঃ জীবনমূলম্। ওঁ শক্তিঃ ধর্ম্মমূলম্। ওঁ শক্তিঃ রাষ্ট্রমূলম্।
ওঁ শক্তিঃ সমাজমূলম্। ওঁ শক্তিঃ অসুর নাশনম্
ওঁ শক্তিঃ নির্গুণ-ব্রহ্ম-স্বরূপা। ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

গ্রহমঙ্গলম্

ওঁ দিবাকরর্দেবতা। ওঁ শশীনাথর্দেবতা। ওঁ মঙ্গলেশর্দেবতা। ওঁ বুধেশ্বরর্দেবতা।
ওঁ বৃহস্পতির্দেবতা। ওঁ শুক্রনাথর্দেবতা। ওঁ শনৈশ্চরর্দেবতা। ওঁ রাহুর্দেবতা।
ওঁ কেতুর্দেবতা। তে অস্মাকম্ মঙ্গল কারণং। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ।